এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ এসআইআরে সুপ্রিম রায়ে পালটা আক্রমণে বিজেপি
কালবৈশাখীর সঙ্গী বৃষ্টি, বৃহস্পতিতে বদলাতে পারে কলকাতার আবহাওয়া ৩

কলকাতা ২৮ মে ২০২৬ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.05.2026, Vol.19, Issue No. 345, 8 Pages, Price 3.00

এসআইআর বৈধ

কমিশনের ক্ষমতায় সুপ্রিম সিলমোহর

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও সংবিধানসম্মত। কোথাও কোনও বেআইনি কিছু নেই। বুধবার এই মামলায় সাফ জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সেইসঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, দেশজুড়ে যেভাবে এসআইআরের কাজ চলছিল, তেমনই চলবে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর করার ক্ষমতা রয়েছে। সাধারণ প্রক্রিয়া থেকে আলাদা বলেই শুধুমাত্র একে বেআইনি বলা যায় না। এই রায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বড়সড় জয় বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন বেআইনিভাবে করছে নির্বাচন কমিশন, এই অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গের ঠিক ভোটের আগে তড়িঘড়ি এসআইআর পদ্ধতি শুরু হওয়ায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের অভিযোগ ছিল, এই পদ্ধতিটি সঠিক নয়। তাই এসআইআরের কাজে স্থগিতাদেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলারই চূড়ান্ত রায়দান হয় বুধবার। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনে নির্ধারিত ভোটার তালিকা সংশোধনের পদ্ধতিকে বাতিল বা বদলে দিচ্ছে না। আইন নিজেই কমিশনকে যে কোনও সময় পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং কীভাবে সেই কাজ হবে, তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। ফলে এসআইআরকে বেআইনি বলা যাবে না।

প্রধান বিচারপতি-সহ তিন বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, এসআইআরের উদ্দেশ্য বৈধ এবং সংবিধানসম্মত। ভোটার তালিকায় নাম থাকা নাগরিকত্বের প্রাথমিক স্বীকৃতি। তবে প্রয়োজনে আইন মেনে তা যাচাই করায় কোনও অন্যায় নেই। সেই প্রক্রিয়ায় ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ার সময় নির্দিষ্ট নথি চাওয়া বেআইনি নয়। নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের নথি নির্দিষ্ট করার ক্ষমতাও রয়েছে।

বুধবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী।

অন্নপূর্ণায় লক্ষ্মীলাভে তিন মাসের অভিযান

আনুষ্ঠানিক ফর্ম প্রকাশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম সকলকেই পূরণ করতে হবে। বুধবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, কারা পাবেন না, তা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ 'বেনোজল' মিশে রয়েছে। তা বাদ দিয়ে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের বিশুদ্ধ তালিকা তৈরি করা সরকারের লক্ষ্য। এই ফর্মের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর পরিবার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যও সরকার সংগ্রহ করছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ফর্ম পূরণের জন্য তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন নেই। তিন মাস এই প্রক্রিয়া চলবে।

অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করতে এবার ৯০ দিনের বিশেষ অভিযান শুরু করল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্ন থেকে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ও উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তকে পাশে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র ফর্ম প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিজেপির সংকল্পপত্র অনুযায়ী লক্ষ্মীর ভান্ডারের বদলে অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়া হবে। তবে সেই সুবিধা পেতে সকলকেই নতুন করে ফর্ম ফিলাপ করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আগামী ৯০ দিন ধরে চলবে এই বিশেষ এনরোলমেন্ট অভিযান। অনলাইন ও অফলাইন- দু'ভাবেই আবেদন করা যাবে।

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, লক্ষ্মীর ভান্ডারের তালিকায় বিপুল সংখ্যক অযোগ্য ও অভারতীয় নাম ঢুকে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে বা ভারতীয় পরিচয় স্পষ্ট নয়, এমন বহু মানুষও এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। সেই কারণেই নতুন করে যাচাই করে 'প্রকৃত ভারতীয় ও যোগ্য' মহিলাদের হাতে সরাসরি সরকারি সাহায্য পৌঁছে দিতে চাইছে সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, বিডিও, পুরসভা, কর্পোরেশন, প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি বিধায়কদেরও এই এনরোলমেন্ট প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়েও ফর্ম ফিলাপ করানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন আরও জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার এনরোলমেন্ট সম্পূর্ণ না হচ্ছে, ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা চালু থাকবে। ধাপে ধাপে ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলে উপভোক্তাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় স্থানান্তর করা হবে।

সরকারের দাবি, শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, এই ফর্মের মাধ্যমে রাজ্যের পরিবারভিত্তিক তথ্যভান্ডারও তৈরি করতে চায় প্রশাসন, যাতে ভবিষ্যতে কেন্দ্র ও রাজ্যের অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাও দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়।

রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেই আবহেই বুধবার লোক ভবনে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আগেই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করার লক্ষ্যেই এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ লোক ভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে বেলা সওয়া ১টা নাগাদ লোকভবন থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে যে, খুব শীঘ্রই রাজ্যে বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হতে চলেছে। চলতি সপ্তাহে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে। রাজ্যপাল তাদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

বাদুড়িয়ার পুরপ্রধানের পাটখেতে পোঁতা গুপ্তধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হোটেল থেকে গ্রেপ্তার হওয়া বাদুড়িয়ায় পুরপ্রধান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের পাটের খেতে মাটি খুঁড়ে টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। টাকাভর্তি মোট চারটি ট্রলি এবং একটি বস্তা উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। তবে এখনও সব টাকা গোনা শেষ হয়নি।

সোমবার পুরপ্রধানকে একটি হোটেল থেকে পাকড়াও করার পর সেই রাতেই বাদুড়িয়া পুরসভা পরিচালিত পরিত্যক্ত কম্পিউটার সেন্টার থেকে প্রায় চার হাজার সরকারি ত্রিপল এবং ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। বুধবার উদ্ধার হওয়া টাকার পুরোটা গোনা শেষ হয়নি। আপাতত ব্যাগ এবং বস্তাবন্দি টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। কী ভাবে এত টাকা পেয়েছিলেন দীপঙ্কর, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেউ বলছেন, আবাসের টাকা সরিয়ে নিয়েছিলেন পুরপ্রধান। কারও অভিযোগ, সবই তোলাবাজির টাকা। পুলিশ তদন্ত করছে।

সোমবার বাদুড়িয়ার পুরপ্রধানকে একটি হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখনও প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। মঙ্গলবার আদালত তাঁকে ছ'দিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার দীপঙ্করকে সঙ্গে নিয়েই তৃণমূল কার্যালয়ের পাশে একটি জমিতে যায় পুলিশ। খেতের একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে ব্যাগভর্তি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

পাটের খেতে পুলিশের অভিযানের সময় স্থানীয় কয়েক জন ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চারটি ব্যাগ এবং একটি বস্তা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সব ক'টি ব্যাগের ভিতরেই তাড়া তাড়া ৫০০ টাকার নোট ছিল। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, গত ২৪ মে রাতে দীপঙ্করের অফিস এবং তৃণমূল কার্যালয়ে ভ্যানে করে সরকারি ত্রিপল নিয়ে যেতে দেখেছেন। তাঁরাই খবর দেন বাদুড়িয়া থানায়। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগে দীপঙ্কর এবং তাঁর সহযোগীরা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ পৌঁছে দেখে, কার্যালয়ের সামনে প্রচুর নথিপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পর তল্লাশিতে একটি বাগানবাড়ি থেকে প্রচুর সরকারি ত্রিপল উদ্ধার হয়। সংখ্যাটা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। ঘটনাক্রমে বিজেপি এবং সিপিএমের পক্ষ থেকে দু'টি পৃথক অভিযোগ দায়ের হয় দীপঙ্করের বিরুদ্ধে।

তাপপ্রবাহে সুস্থ থাকার মোদী-বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: ভয়ঙ্কর গরমে পুড়ছে দেশ। রাজধানী দিল্লির তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি পার করেছে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। মৌসম ভবনের হিসেব বলছে গত ১৪ বছরের মধ্যে এমন তাপপ্রবাহ দেখেনি দেশ। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে দেশবাসীকে একগুচ্ছ পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও ওআরএস খাওয়ার পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিক ও পশু-পাখিদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার আবেদন করেন তিনি।

তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় ও সুস্থ থাকার টিপস দিয়ে বুধবার এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে নানা ধরনের সমস্যা। এই প্রখর গরম সকলের জন্যই অত্যন্ত কষ্টকর। ফলে সকলের কাছে আমার আবেদন সতর্কতা অবলম্বন করুন। বেশি বেশি করে জল খান, বাড়ির বাইরে বেরনোর সময় অবশ্যই জল সঙ্গে রাখুন। অন্যদেরও জল দিয়ে সাহায্য করুন।' প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, এই চরম পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছোট ছোট পদক্ষেপ বড় ভূমিকা রাখে।

মানুষের পাশাপাশি এই গরমে পশু-পাখিদের প্রতিও যত্নশীল হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর তরফে। দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ, 'আসুন এই গরমে আমাদের চারপাসের পশু-পাখিদেরও যথাযম্ভব সাহায্যের কাত বাড়িয়ে দেই। আপনার বাড়ি, বারান্দা, ছাদ, দোকান বা অফিসের বাইরে রাখা একবাটি জল তৃষ্ণার্ত পাখিদের জীবনরক্ষাকারীর ভূমিকা নিতে পারে।' এছাড়া এই গরমে দুপুর ১২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত যতদুর সম্ভব বাড়ির মধ্যে থাকা, হালকা পোশাক পরা ও পর্যাপ্ত জলপানের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

অতিরিক্ত গরমের জেরে তৈরি হওয়া সমস্যা ও তা মোকাবিলার উপায় বাতলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'তাপজনিত অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ হল, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব ও অতিরিক্ত ক্লান্তি। আশপাশে কেউ এই ধরনের সমস্যায় অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁকে শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে নিয়ে যান। জল বা ওআরএস দিয়ে সাহায্য করুন। এই গরম শিশু, বয়স্ক এবং যারা বাইরে কাজ করেন তাঁদের জন্য বিপজ্জনক। অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ উপেক্ষা করবেন না, এটা হিটস্ট্রোকের কারণ হতে পারে।'

দলীয় সব পদে ইস্তফা কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলা সভাপতির পদ ছেড়েছেন তিন দিন আগে। এ বার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন-সহ সমস্ত সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে শীর্ষ নেতৃত্বকে চিঠি দিলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। একই সঙ্গে তৃণমূল সরকারের আমলে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সাংসদ। নাম-না করে নিশানা করলেন দলেরই আর এক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে কাকলি লিখেছেন, দুর্নীতি থেকে আরজি কর কাণ্ড তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বুধবার তিনি লেখেন, 'আমার বিবেক আজ গভীর ভাবে আলোড়িত। রেশন দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি-সহ একাধিক আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম সাধারণ মানুষের মনে গভীর ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।' পাশাপাশি, চিঠিতে কাকলি লিখেছেন, 'যে পদে থাকাকালীন মহিলা সাংসদের উপর অন্য এক জন অশিক্ষিত, অভদ্র দলীয় সাংসদের অশালীন আচরণ বন্ধ করা যায় না বা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সহযোগিতা সহানুভূতি পাওয়া যায় না, সে পদে থাকার মানে হয় না।' এখানেই শেষ নয়, চিঠির দ্বিতীয় অংশে কাকলি নিশানা করেছেন তৃণমূলের ভোট পরামর্শকারী সংস্থা আইপ্যাককে। দলের রাজ্য সভাপতিকে সাংসদ লিখেছেন, 'যদি কোনও অস্বচ্ছ ও অগণতান্ত্রিক প্রভাব ক্রমশ সংগঠনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে তা দলের আদর্শ ও ঐতিহ্যের পক্ষে শুভ হতে পারে না বলে আমি মনে করি।'

পুর-পদ ছাড়লেন সুশান্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ১২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সুশান্ত ঘোষ। বুধবার কলকাতার পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি। সুশান্তের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের আর এক কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। তাঁকেও পুর কমিশনারের ঘরে যেতে দেখা যায়। তিনিও পুরসভার পদ থেকে ইস্তফা দেন।

বুধবার দুপুরে সুশান্ত এবং অরূপকে প্রায় একসঙ্গেই পুরসভায় আসতে দেখা যায়। কী কারণে তাঁরা হঠাৎ পুরসভায় তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। তবে পরে জানা যায়, বরো চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে এসেছেন সুশান্ত। এ ছাড়া, পুরসভার অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন অরূপ। পরে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ঘরে গিয়েও পদত্যাগপত্র জমা দেন দু'জনে। সুশান্ত ১০৮ নম্বর এবং অরূপ ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। পুরসভার পদ থেকে ইস্তফা দিলেও কাউন্সিলর পদ যে তাঁরা ছাড়ছেন না সে কথা দু'জনেই জানিয়ে দিয়েছেন।

পরে সাংবাদিক বৈঠক করে অরূপ বলেন, 'ভোটে এই ফল কাম্য ছিল না। তবে মানুষের রায়কে মাথা পেতে নিতে হবে। হার স্বীকার করতে না-পারলে আগের জয় মিথ্যা হয়ে যায়। দলের কর্মীরা এখন বিপদে। এত দিন যাঁরা মন্ত্রী ছিলেন, যাঁরা এত দিন সুবিধা নিয়েছিলেন, তাঁরা এখন কোথায়?' একই সুর শোনা যায় সুশান্তের গলাতেও।

পিছোল ডিএ বৈঠক, শুনানিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া কত দূর এগিয়েছে, জানতে চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে স্টেটাস রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার শীর্ষ আদালতে এই মামলার শুনানি ছিল। আপাতত শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের বৈঠকের দিন স্থির হয়েছে। সেখানে ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। তার পরেই বকেয়া ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে খবর। আগামী ১ জুন সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে শুভেন্দু বৈঠকে বসবেন। ক্ষমতা বদলের পর দেড় সপ্তাহের মধ্যে পে কমিশন গঠনে অনুমোদন দেয় নতুন সরকার। কিন্তু বকেয়া ডিএ নিয়ে মন্ত্রিসভায় কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তখন থেকেই কর্মী মহলে জল্পনা, ডিএ মিলবে কি না, কতটা মিলবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বকেয়া ডিএ নিয়ে আলোচনার জন্য দিন ঠিক করেছিলেন। উল্লেখ্য, সপ্তম বেতন কমিশনে সিলমোহর পড়লেও মহার্ঘ ভাতার হিসেব এখনও ঝুলছে।

পুরীর হোটেলে পাকড়াও তৃণমূলের প্রাসাদ-বিধায়ক

দেবাশিস দে, কলকাতা

অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। বুধবার পুরীর একটি হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের যৌথ বাহিনী। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরীর 'ব্লু লিলি' নামে একটি সমুদ্রতীরবর্তী হোটেলে আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই ভোররাতে নাটকীয় অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিতর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, ওই ভিডিওতে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে হুমকিমূলক মন্তব্য করেছিলেন। সেই ঘটনার ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি কার্যত গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

গত ১৪ মে পৈলানে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশকে ফাঁকি দিয়েই সেখান থেকে পালিয়ে যান বিধায়ক। এরপর একাধিক জায়গায় খোঁজ চালানো হলেও তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। পরে গোয়েন্দা সূত্রে পুরীর হোটেলে তাঁর উপস্থিতির খবর পায় এসটিএফ। পুলিশ সূত্রে খবর, মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় তদন্তকারীরা। এরপর পুরীর বিলাসবহুল হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আপাতত ট্রানজিট রিমান্ডে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন দিলীপ মণ্ডলের ছেলে অর্ঘ্য মণ্ডলও। অভিযোগ, বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাঁকে এবং আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে দাবি, তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, ভোট-পরবর্তী সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ভয় দেখানো ও এলাকায় উত্তেজনা তৈরির অভিযোগও উঠেছিল দিলীপ মণ্ডল ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। তদন্তকারীরা এর আগেই তাঁকে 'পলাতক' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

রাজনৈতিক মহলে এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘাত, হুমকি ও অশান্তির অভিযোগের আবহে একজন শাসকদলের বিধায়কের এইভাবে গ্রেপ্তার হওয়া রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

'অপরাজিত' অনীকের রহস্যমৃত্যু, অনুমান আত্মহনন

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত টলিউড পরিচালক অনীক দত্ত। প্রিয় পরিচালকের এমন মৃত্যুর ঘটনা মেনে নিতে পারছে না টলিপাড়া। সূত্রের খবর অনুযায়ী, হিন্দুস্থান পার্কে তাঁর স্ত্রীয়ের আবাসনের ছাদ থেকেই পড়ে গুরুতর আহত হন অনীক দত্ত। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিচালকের আকস্মিক প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী ময়নাতদন্তের আগে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। অনীকের পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানিয়ে এই রহস্যমৃত্যুর কিনারা হবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

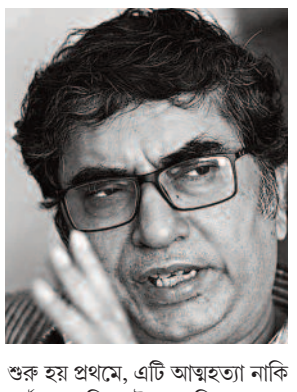

পরিচালকের মৃত্যু নিয়ে জল্পনা শুরু হয় প্রথমে, এটি আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা, নাকি কেউ ধাক্কা দিয়েছেন তা নিয়েও। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। শুরু হয় তদন্তও। আর এই তদন্তে নেমে পুলিশের তদন্তে হাতে আসে একটি সুইসাইড নোট। তদন্তকারীরা এই সুইসাইড নোট পান ছাদ থেকেই। জানা গিয়েছে, ওই নোটে লেখা ছিল, 'এই ঘটনার জন্য কেউ দায়ী নয়।' আর তার থেকেই অনুমান করা হচ্ছে, আত্মঘাতী হয়েছেন পরিচালক।

নিশ্চিত হতে সেই চিঠির সঙ্গে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

গিয়েছে, একটি স্লিপার্সও। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, অনীক দত্ত ছাদে উঠছেন। এসব তথ্যই খতিয়ে দেখছেন পুলিশ। জানা গিয়েছে, পরিচালকের মেয়ে থাকেন বিদেশে। তিনি এলেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। আর এই রিপোর্ট এলেই পরিচালকের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেরিয়ারের শুরু থেকে অবশ্য সরাসরি ফিচার ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তিনি। বিজ্ঞাপনের জন্যই ছবি বানাতে বানাতেন। তবে প্রথম বড়পর্দায় পরিচালক হিসেবে প্রথম ব্রেক তাঁর 'ভূতের ভবিষ্যৎ'। প্রথম ছবিতেই অনীক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পরিচালনার মুন্সিয়ানা। ভূতের ভবিষ্যত বাঙালি ছবির ক্ষেত্রে মাইলস্টোন। এর পাশাপাশি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতিকর বেহাল অবস্থা তাঁর ছবিতে তুলে ধরেছিলেন অনীক। এরপর অনীক তৈরি করেন 'আশ্চর্য প্রদীপ', 'মেঘনাদবধ রহস্য', 'ভবিষ্যতের ভূত', 'বরুণ বাবুর বন্ধু', 'অপরাজিত'। গত পুজোতে মুক্তি পায় অনীকের শেষ ছবি, 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। পরিচালকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি, Tapas Biswas, S/O- Trinath Biswas, গ্রাম- উজিরপুর, পোষ্ট- বানিয়া, থানা- পলাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পবং। গত ২২.০৫.২০২৬ তারিখে তেহট্ট নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট No 34 বলে আমার কন্যা Diya Biswas ও Roji Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল।

Name Change

I Sabina Begam , W/o Md Mumtaz Ansari residing at Pandaveswar DVC Para, PO+ PS Pandaveswar, Dist Paschim Bardhaman, WB shall henceforth be known as Sabina Begum as declared before the 1st Class Executive Magistrate, Durgapur Court, Paschim Bardhaman vide affidavit No 9633 Dated 25.05.2026 Sabina Begam and Sabina Begum both are same and identical person

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী রাখাল চন্দ্র রায়, পিতা ৺ফকির চন্দ্র রায়, ২)শ্রীমতী আরতি রানী রায় স্বামী শ্রী রাখাল চন্দ্র রায়, উভয়ের সাকিম মগরা মুক্তাকেশী পল্লী, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২৯/০৩/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও ০৫/০৩/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-১, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00173/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে ১) শ্রী গনেশ চন্দ্র পাল, পিতা কালাচাঁদ পাল, সাকিম পালপাড়া দুর্গা মন্দির, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, তপশীল:- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা রাজারামবাটী, ১৫ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. ৪৩৯ নং তথা হাল এল.আর. ৫০৪ (১নং বিক্রেতা) ও ৫০৬ (২নং বিক্রেতা) নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১০৬৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১০০ শতক সম্পত্তির মধ্যে বিগত ইং ২৩/০৫/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-02768/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মোবারক আলি, পিতা মহম্মদ মূর্তাজা আলি, সাকিম ইসলামপাড়া শম্ভুনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ৪১ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা মোবারক আলি, পিতা মহম্মদ মূর্তাজা আলি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী গনেশ চন্দ্র পাল, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী শেখর জীতেন চক্রবর্তী ওরফে শেখর চক্রবর্তী, পিতা ৺জীতেন রজনীকান্ত চক্রবর্তী ওরফে জীতেন চক্রবর্তী, সাকিম ২১/এ বাগবাজার রোড, কুমোরপাড়া, কাঁচরাপাড়া, বীজপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪৫, ২)শ্রী সুব্রত দাস পিতা শান্তিরঞ্জন দাস, সাকিম ২৫ কে.জি. আর. পথ নর্থ, কাঁচরাপাড়া, বীজপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪৫, ৩)শ্রী সৌমেন পাল, পিতা - রথীন পাল, সাকিম লেনিন সরণী, কাঁচরাপাড়া, বীজপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪৫, ৪)শ্রী অরুণ কুমার গুপ্ত, পিতা - ... সাকিম ... উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪৫, মহাশয়গণ বিগত ইং ২৩/১১/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-12262/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল শ্রী স্বপন ভৌমিক, পিতা ৺নীরেশ ভৌমিক, সাকিম মগরা স্টেশন রোড, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল: জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা নাকসা, ১৬ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৯৯৪ নং দাগে শালি জমি, বিগত ইং ১৪/১২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-11802/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতী তাপসী মুখার্জ্জী, স্বামী শ্রী শ্যাম সুন্দর মুখার্জ্জী, সাকিম ১০ বি.সি. মুখার্জী রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়াকে ১.৪৮ শতক বা ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা ১.৫০ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা শ্রীমতী তাপসী মুখার্জ্জী, স্বামী শ্রী শ্যাম সুন্দর মুখার্জ্জী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 25/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 30 নং এফিডেভিট বলে আমি Debashis Paul S/o. Amarendra Krishna Paul ও Mr. Debashish Paul S/o. Sri A K Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/03/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 71 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipan Kumar Pal S/o. Bholanath Pal ও Dipan Kr Paul S/o. B N Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 31 নং এফিডেভিট বলে আমি Pintu Orao S/o. Tusar Orao ও Pintu Orai S/o. T Orai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 123 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Mostafa Molla S/o. Abdul Ohid Molla ও Md Mustafa S/o. A H Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Charanjit Singh S/o. Mukhtiar Singh ও Charanajit Singh, Chiranjit Singh S/o. Mukhatiar Singh, M Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **পল্লব সাঁই**, পিতা- শিব শঙ্কর সাঁই, সাং- নয়ানগর, পোঃ- অলিপুর নয়ানগর, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০১, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি খরিদ করিবার নিমিত্তে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও দখলিকার **বিশ্বনাথ সাঁই**, পিতা - ভদ্রেশ্বর সাঁই, সাং- নয়ানগর, পোঃ- অলিপুর নয়ানগর, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০১, এর সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার কিম্বা উক্ত সম্পত্তির কোন দাবী দায়ের উক্ত প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপ ওজর আপত্তি দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ সাক্ষাৎ করুন নচেৎ পরবর্তীকালে কোন অংশীদারের বা দাবীদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার সহ অন্যান্য দাবী গ্রাহ্য হইবে না। **তপশীল সম্পত্তি:** জেলা - হুগলী, এ.ডি.এস.আর. ও থানা - হরিপালের সামিল অলিপুর কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নয়ানগর মৌজাস্থিত জে.এল. নং - ০৮, হাল খতিয়ান ৬৫১ ভুক্ত শ্রেনী বাস্তু, হাল দাগ - ৪৪৮, পরিমান ১৲ আনায় ১৯ শতকের মধ্যে পাঁকা রাস্তা সংলগ্ন ২ শতক তৎসহ গৃহাদি সহ।

বিনীত-
মহঃ রাজীব, অ্যাডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **মনোজ কুমার দাস**, পিতা- রঞ্জিত কুমার দাস, সাং-ঠাকুরগলি, কার্তিকতলা, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০১, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি খরিদ করিবার নিমিত্তে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও দখলিকার **সঞ্জীব বৈরাগী**, পিতা-মৃত কালিপদ বৈরাগী, সাং- ঠাকুরগলি, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০১, এর সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির দাগের অন্যান্য অংশীদার কিম্বা উক্ত সম্পত্তির কোন দাবী দায়ের উক্ত প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপ ওজর আপত্তি দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ সাক্ষাৎ করুন নচেৎ পরবর্তীকালে কোন অংশীদারের বা দাবীদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার সহ অন্যান্য দাবী গ্রাহ্য হইবে না। **তপশীল সম্পত্তি:** জেলা - হুগলী, এ.ডি.এস.আর. ও থানা - চুঁচুড়ার সামিল হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং- ২৪, হোল্ডিং নং- ১৩৩৩/১২১, মাধবীগলি মহল্লাস্থিত চুঁচুড়া মৌজাস্থিত জে.এল. নং - ২০, হাল খতিয়ান ৬৮৯২ ভুক্ত শ্রেনী বাস্তু, সাবেক দাগ - ৬২৭১ তথা হাল দাগ - ৭৮০৭, পরিমান ১৲ আনায় ০.০৩১ একরের মধ্যে উক্ত খতিয়ান ভুক্ত ০.২২৫৮ অংশে ০.০০৭ একর তথা ৬ ছটাক, ১৭ বর্গফুট তদপরিস্থিত নিম্নতলে ২৪০ বর্গফুট পাকা বসতবাড়ি ও প্রথমতলে ১১০ বর্গফুট বসতগৃহ মায় ইলেক্ট্রিক, জল, কল লাইনের সুবিধা সহ।

বিনীত-
মহঃ রাজীব, অ্যাডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ**, স্বামী শ্রী শ্যামল কুমার ঘোষ, সাকিম ২/এ১১, কেওটা পুলিশ আবাসন, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়া বিগত ইং ০৯/০৩/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-00832/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সুশান্ত পাল**, পিতা ৺গোপাল পাল, সাকিম গরীব আলম বাগ, কাঁসারীপাড়া, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল: জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ০৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২২০৪ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৭৩ তথা হাল এল.আর ০২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.১৪০ একর তন্মধ্যে, বিগত ইং ১৩/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14405/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **পুজা নাবিক**, পিতা শ্রী রাম পতি নাবিক, সাকিম ০৬১ মল্লিক জয়ন্তীবাগ (পশ্চিম), বিধান নগর, শিলপুকুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **পুজা নাবিক**, পিতা শ্রী রাম পতি নাবিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে মে, ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। দ্বাদশী তিথি, জন্মে তুলা রাশি অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

বাড়িতে বসে হাজিরা দেওয়া যাবে না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার গারুলিয়া পুরসভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী এবং পুর আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং।

বৈঠকের আগে নবনির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। পুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের উন্নত পরিষেবা দিতে স্বাস্থ্য কর্মীদের নির্দেশ দিলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। তাঁর হুঁশিয়ারি, বাড়িতে বসে হাজিরা দেওয়া যাবে না। এটা এক্সিকিউটিভ অফিসার, ফিন্যান্স অফিসার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী কিংবা রাজনৈতিক পরিবারের কিছু সদস্য আছেন, যারা তিন-চার জায়গায় হাজিরা দেন। তাদের শুধুমাত্র এক জায়গায় হাজিরা করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আক্ষেপের সূরে বলেন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২০১৯ সাল থেকে বন্ধ পৃথকীকরনের কাজ। এটা চালু করতে হবে।

পাশাপাশি বর্ষায় যাতে কোথাও জল না-দাঁড়ায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। বিধায়কের হুঁশিয়ারি, যারা দুর্নীতিতে যুক্ত, তাদের জেলে যেতেই হবে। তিনি জানান, শুধুমাত্র গারুলিয়া পুরসভা নয়, ভাটপাড়া, উত্তর ব্যারাকপুর-সহ একাধিক পুরসভায় কাজ না-করে হাজিরা দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, সকলের সহযোগিতা নিয়ে সমস্ত পুরসভায় ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হবে। কারন, সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাসী। ভয় আউট, ভরসা ইন এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলায় সরকার চলবে। এদিন পুরসভায় হাজির ছিলেন এক্সিকিউটিভ অফিসার শিবশঙ্কর বণিক, প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল সিং, বিদায়ী উপ-পুরপ্রধান অশোক সিং-সহ দু'জন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

কোরবানির ইদে বাংলার নতুন বাস্তবতা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

২৮ মে, বৃহস্পতিবার। পশ্চিমবঙ্গে পালিত হবে পবিত্র ইদ-উজ-দোহা। কিন্তু এ বছরের কোরবানির ইদকে ঘিরে রাজ্যের আবহ অন্য যে কোনও বছরের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। বাজারে পশু আছে, ক্রেতার ভিড়ও রয়েছে, কিন্তু সেই ভিড়ের ভেতরে মিশে আছে সতর্কতা, সংশয়, আইনের ভয় এবং এক নতুন সামাজিক সমঝোতার ছবি।

রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশিকা এবং কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের পর এ বার বাংলার কোরবানির চেহারা যেন এক ধাক্কায় বদলে গেল। বহু মুসলিম পরিবার, যারা এতদিন গোরু কোরবানিকেই স্বাভাবিক প্রথা বলে মেনে এসেছে, তারাই এখন প্রকাশ্যে বলছেন, 'আইন মেনেই চলব, বিকল্প পশুতেই কোরবানি হবে।'

এই পরিবর্তন শুধু ধর্মীয় আচারের নয়, বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রেও এর গভীর অভিঘাত তৈরি করছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, সরকার ও আদালত, দু' পক্ষই এবার একই সুরে কথা বলেছে। গত ১৩ মে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর যে সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করেছিল, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে আদালতে আবেদনও জমা পড়ে। কিন্তু ২১ মে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আইন শিথিল করার কোনও অবকাশ নেই।

আদালত সুপ্রিম কোর্টের পুরনো রায়ের উল্লেখ করে জানায়, ইসলাম ধর্মে গরু কোরবানি কোনও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় রীতি নয়। ফলে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র যুক্তি দেখিয়ে আইনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এই পর্যবেক্ষণের পর থেকেই প্রশাসনের অবস্থান আরও কঠোর হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ, পুরসভা ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, গরু, বলদ, ষাঁড়, বাছুর বা মোষ জবাই করতে গেলে এখন বাধ্যতামূলক ভাবে লাগবে সরকারি পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র। শুধু তা-ই নয়, সংশ্লিষ্ট পুরপ্রধান বা পঞ্চায়েত সভাপতির যৌথ অনুমোদনও আবশ্যক। পশুর বয়স অন্তত ১৪ বছর হতে হবে এবং সেটি কৃষিকাজ বা প্রজননের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হতে হবে। প্রকাশ্য রাস্তাঘাট, মাঠ বা খোলা জায়গায় কোরবানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র অনুমোদিত কসাইখানা বা নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গাতেই পশু জবাই করা যাবে। আইন ভাঙলে জেল এবং জরিমানার হুঁশিয়ারিও রয়েছে।

কিন্তু বাস্তবের বাংলা কী এত প্রস্তুত?

গ্রামের পর গ্রামে সরকারি কসাইখানা নেই। বহু জায়গায় পশু চিকিৎসকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। ফলে মুসলিম সমাজের একাংশের অভিযোগ, 'আইন মানতে আপত্তি নেই, কিন্তু পরিকাঠামো কোথায়?' এই বাস্তবতার মাঝেই বদলে যাচ্ছে বাজারের ছবিও। হাওড়ার নিবরা হারুন বাজারে এখন ছাগল বিক্রির হিড়িক। বিক্রেতা প্রিন্স মণ্ডল বলছিলেন, 'প্রথমে যে পশু এনেছিলাম, প্রায় সব বিক্রি হয়ে গেছে। এ বছর ছাগলের চাহিদা অনেক বেশি।'

বাজারে ঘুরলে বোঝা যায়, এবার কোরবানির অর্থনীতি অন্য পথে হাঁটছে। গোরুর বদলে ছাগল ও ভেড়ার দিকে ঝুঁকছেন অধিকাংশ ক্রেতা। ফলে ছোট পশুর দামও দ্রুত বাড়ছে। তবে শুধু বাজার বদলাচ্ছে না, বদলাচ্ছে কথাবার্তার সুরও। হাওড়ার বাসিন্দা তারিক ইকবালের বক্তব্যে সেই পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রতিফলন মিলেছে। তিনি বলছেন, 'দেশের আইনকে আমরা মান্যতা দিচ্ছি। ইসলামে গোরুই কোরবানি করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই আমরা আর গোরু কোরবানি করব না।'

এই বক্তব্য নিছক ব্যক্তিগত মত নয়। বরং মুসলিম সমাজের এক বড় অংশের ভিতরে তৈরি হওয়া নতুন বাস্তববোধের প্রতিফলন। ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সাংবিধানিক সীমারেখার সংঘাত এড়িয়ে সমঝোতার পথ খোঁজার প্রবণতা এবার স্পষ্ট। জমিয়াতউল উলেমার জেলা সম্পাদক মহম্মদ আশাদ্দুল জামানও জানাচ্ছেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনে ছোট পশুর মাধ্যমেই কোরবানি হবে।' যদিও তাঁর বক্তব্যে ক্ষোভের সুরও রয়েছে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, কোরবানি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুশাসন এবং এই বিষয়টি সংবেদনশীলতা দিয়ে দেখা উচিত।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, রাজ্য সরকার এখানে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের রাজনীতি করছে। একদিকে আদালতের নির্দেশ অমান্য করার ঝুঁকি নেই, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মনোভাবের চাপও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ফলে প্রশাসন আইন প্রয়োগে কঠোর হলেও, প্রকাশ্যে কোনও সংঘাত বা উত্তেজনা এড়ানোর কৌশল নিয়েছে।

তবে এই সমগ্র পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় অভিঘাত পড়েছে পশুপালন ও গবাদি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষের উপর। বহু ব্যবসায়ী গরু কেনাবেচার ওপর নির্ভর করেই ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালাতেন। আচমকা নিয়ম কঠোর হওয়ায় তাঁদের বড় অংশ অনিশ্চয়তার মুখে। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরাও এখন সেই ক্ষতির দিকটি তুলে ধরছেন।

সব মিলিয়ে এ বছরের কোরবানির ইদ বাংলায় শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি হয়ে উঠেছে আইনের সীমারেখা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং সামাজিক অভিযোজনের এক বিরল পরীক্ষাক্ষেত্র। বাংলার মুসলিম সমাজের একাংশ যে ভাবে প্রকাশ্যে বলছে, 'ধর্ম পালন করব, কিন্তু আইনের বাইরে গিয়ে নয়', তা নিঃসন্দেহে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। আর সেই কারণেই ২০২৬ সালের এই ইদ হয়তো ভবিষ্যতে মনে রাখা হবে অন্য কারণে, কোরবানির পশুর জন্য নয়, বরং বদলে যাওয়া বাংলার মানসিকতার জন্য।

বর্ষায় ডোবা হাওড়াকে বাঁচাতে ৪৭০ কোটির পরিকল্পনা, রিপোর্ট পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা মানেই হাওড়া শহরের রাস্তা নদী। সেই পুরনো জলযন্ত্রণা এবার মেটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরসভা। মঙ্গলবার হাওড়া পুরভবনে কমিশনার ও পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিন বিজেপি বিধায়ক, উত্তর হাওড়ার উমেশ রাই, শিবপুরের রুদ্রনীল ঘোষ ও বালির সঞ্জয় সিং। আলোচনার বিষয় একটাই, শহরের নিকাশি ব্যবস্থার সামগ্রিক পুনর্গঠন।

পুরসভা জানিয়েছে, বেসরকারি সংস্থা ও কেএমডিএকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি হয়েছে মাস্টার প্ল্যান। খরচ ধরা হয়েছে ৪৭০ কোটি টাকা। এর ৭০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র, বাকি ৩০ শতাংশ রাজ্য। প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট বা ডিপিআর ইতিমধ্যেই তৈরি। বৈঠক শেষে উমেশ রাই বলেন, শহরের কোন এলাকায় জল জমে, কোথায় নালা ভেঙে পড়ে, কী ভাবে গোটা ব্যবস্থাকে নতুন ছকে ফেলা যায়, সে সব নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানানো হবে। তাঁদের চেষ্টা, সরকারের প্রথম বাজেটেই যাতে রাজ্যের অংশের টাকা বরাদ্দ হয়।

শুধু নিকাশি নয়, একই দিনে তিন বিধায়ক গেলেন হাওড়া জেলা হাসপাতালেও। পরিকাঠামো নিয়ে বৈঠক করলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। প্রস্তাব, হাসপাতালকে ধীরে ধীরে মাল্টিস্পেশালিটি কেন্দ্রে উন্নীত করা। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো, পার্কিং ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, এসবও উঠেছে আলোচনায়। রাজনৈতিক পালাবদলের পর হাওড়ায় নিকাশি প্রথম বড় উদ্যোগ। কেন্দ্র-রাজ্য ভাগের টাকায় প্রকল্প বাস্তব হলে বর্ষার ছবিটা বদলাবে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, ডিপিআর থেকে মাটি কাটা পর্যন্ত পথ কত দীর্ঘ হবে? হাওড়াবাসীর চোখ এখন বাজেটের দিকে, আর কত বর্ষা ডুবে যেতে হবে সেটাই ভাবাচ্ছে।

মেট্রোর পরিকাঠামো উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার নোয়াপাড়া মেট্রো ডিপোয় একাধিক উন্নত সুবিধার উদ্বোধন করেন মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক শুভ্রাংশু এস মিশ্র। নতুন লিফটিং বে ও বৈদ্যুতিন সংকেত অনুকরণ যন্ত্র রেক রক্ষণাবেক্ষণে বাড়তি সুবিধা দেবে। অনুকরণ যন্ত্র চালক ও পরিচালন কর্মীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বাড়াবে।

একই অনুষ্ঠানে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নতুন পরিদর্শন ও লিফটিং শেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শুভ্রাংশু এস মিশ্র। তাঁর আশা, এই উদ্যোগ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেট্রো পরিষেবা আরও নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করবে। এ ছাড়া কারখানার ফেলা লোহালক্কড় দিয়ে তৈরি দু'টি ভাস্কর্য উন্মোচন করেন তিনি।

নিরাপত্তা রক্ষী কমল জেলার তৃণমূল নেতা-বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: শাসকের আইন নয় ,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যে। রাজ্যের পালা বদল হওয়ার পর থেকেই তৃণমূল নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুরনো ফাইল ওপেন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুলিশকে আইন অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন আর এর ফল দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। একুশের ভোট পরবর্তী হামলার ঘটনায় সারা রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমেও বিভিন্ন থানায় তৃণমূল নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। সাঁইথিয়া থেকে ইতিমধ্যেই দুজন তৃণমূল নেতা বাপ্পাদিত্য দাস ও মৃত্যুঞ্জয় দাস ওরফে মুন্না কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । বর্তমানে আদালতের নির্দেশে তাঁরা পুলিশ কাস্টডিতে রয়েছেন। এরপরেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলো বীরভূম জেলার তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মন্ডলের। এতদিন তিনি ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন ১৭ জন নিরাপত্তা রক্ষী ছিল তার বর্তমানে তিনি মাত্র একজন নিরাপত্তা রক্ষী পাবেন। বীরভূম জেলা পরিষদের বর্তমান জেলা সভাধিপতি তথা অনুব্রত বিরোধী তৃণমূল বিধায়ক তিনিও আগে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন এখন থেকে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে মাত্র ৩জন নিরাপত্তারক্ষী চন্দ্রনাথ সিনহা তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে দুইজন নিরাপত্তা রক্ষী। আগে এনারা প্রত্যেকেই পাইলট কার পেতেন এখন থেকে কেউই পাইলট কার পাবেন না। অনুব্রত মন্ডলের নিচুপট্টির বাড়িতে সব সময় পুলিশ গার্ড থাকতো কিন্তু নয়া নির্দেশিকায় সেখানে আর কোন গাড়ি ভর্তি পুলিশ ভ্যান ও থাকবে না। শুধু তাই নয় জেলার যে সমস্ত তৃণমূল নেতৃত্ব এতদিন পুলিশি নিরাপত্তা পেতেন মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের নির্দেশিকায় সেই সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেওয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে শুভেন্দুকে কটাক্ষ বিকাশের

সিপিএম নেতাকে তোপ নেটিজেনদের

অশোক সেনগুপ্ত

অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সিপিএমের আইনজীবী নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করলেন। নেটিজেনদের একটা বড় অংশ তোপ দাগলেন সিপিএম নেতাকে।

বিকাশবাবু লিখেছেন, 'শুভেন্দু বাবু, একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখুন তিব্বতের দলাই লামা-সহ অনুপ্রবেশকারীরা ভারতবর্ষে প্রায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। সংবিধানের ২১ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ঐ তিব্বতীদের সমস্ত সুযোগ দিয়ে মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। আপনার বক্তব্যে অমানবিক ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে। সংবেদনশীলতার সঙ্গে মানবিক আচরণ করে ওদের ফেরত পাঠান।'

প্রতিক্রিয়ায় বৈদূর্য ঘোষাল লিখেছেন, 'একদল শরণার্থী একদল অনুপ্রবেশকারী! দালাই লামা শরণার্থী ছিলেন স্যার! অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সেরকম কোনো নির্দেশ আছে কি? একটু জানাবেন! আমি আপনাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করি ! অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে একটা

জাজমেন্ট মেনশন করে দেবেন! সবার সুবিধে হবে! প্রণাম নেবেন!' এই মন্তব্যে লাইক এসেছে ২২০টি। প্রতিবাদ এসেছে একটি। তাতে জনৈক প্রসেনজিৎ দাস লিখেছেন, 'তখন সব্বাই শরণার্থী ছিল। তা হলে মতুয়াদের সিএএ লাগছে কেন? চিন অধিকৃত তিব্বত কি দলাই লামাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিল?' জবাবে বৈদূর্যবাবু লিখেছেন, ৩আমার মনে হয় আপনি Citizenship Amendment Act নিশ্চয়ই এতক্ষণে পরে ফেলেছেন! আপনার লেখা পড়ে বোঝা যাচ্ছে আপনি নাগরিকতা বিষয়ে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি! আপনার স্যারকে একটা অনুরোধ করেছি , উনি সেটা আশা করি আমাকে জানিয়ে দেবেন! আপনাকে উত্তর দেবার দায়িত্ব ভার স্যার নিশ্চয় নেবেন! ভালো থাকুন'

পার্থপ্রতিম দত্ত লিখেছেন, 'আপনার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের প্রতি এত দরদ কেন, যখ ন বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা ধর্ষিত হয় খুন হয় ঘরছাড়া হয় অন্যায় ভাবে তাদের জমি জমা দখল করে নেওয়া হয়। এবং সেই সব ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ হয় কই আপনার মুখে একটি বাক্যও শোনা যায় না। আর আপনি দালাই লামার সাথে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সাথে তুলনা করছেন? দলাই লামা শরণার্থী ছিলেন, উনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ছিলেন না, এটা আপনার মত একজন শিক্ষিত মানুষ নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু আপনি ভাবের ঘরে চুরি করছেন।' এই মন্তব্যে লাইক এসেছে ৬৪টি।

সোমশুভ্র মুখার্জি বিকাশবাবুর উদ্দেশে লিখেছেন, 'আপনি অভিজ্ঞ ব্যাক্তি। শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য টা নিশ্চয়ই বুঝেন।' সঙ্গীতা রায় লিখেছেন, 'সম্মানিত দলাই লামা অনুপ্রবেশকারী? তাঁর সঙ্গে অবৈধ বাংলাদেশীদের তুলনা? আপনি কী বলছেন কমরেড?' বৈশালী দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'স্যার, ঔদ্ধত্য আপনিও কিছু কম দেখাননি। হাইকোর্টে যখন সাহায্য চাইতে গেছিলাম তখন আপনার করা ব্যবহারটা এখনও মনে রয়ে গেছে। আসলে মিডিয়া দেখবে না তেমন কেস আপনি নেবেন কেন। কিন্তু সেই কেসটা যদি আপনি তখন দেখতেন অনেক দুর্নীতি ধরতে পারতেন। এই মন্তব্যে লাইক এসেছে ১৩৮টি।'

দীপঙ্কর চৌধুরী লিখেছেন, 'আপনি এবং আপনার দল ক্ষমতায় এসে মানবিক হবেন উপস্থিত ওনার কাজ ওনাকে করতে দিন। যতদূর জানি তিব্বতিদের প্রতি কোনো ভারতীয়ের কোনও ক্ষোভ নেই আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আড়ালে প্রচুর টেররিস্ট আমদানি হচ্ছে।' শৌভিক সিমু ঘোষ লিখেছেন, 'শরণার্থী বিশেষত রাজনৈতিক শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী কি এক নাকি!' বিকাশবাবুর এই পোস্টে তুলনায় কম হলেও সমর্থন এসেছে কিছু। বুধবার সকাল ৭ টা ৪০ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এবং শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৩১ ও ১৪১। সময় গড়াবার সাথে সাথে বেড়েছে এই দুই সংখ্যাই!

প্রঙ্গগত, ভারত সরকারের অনুপ্রবেশ-নিয়ন্ত্রণ নীতি রূপায়ণে শুভেন্দুবাবুর ভূমিকায় ইতিমধ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ মে ২০২৬, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

অনীকের শেষকৃত্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্নের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকালে হিন্দুস্তান পার্কের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় পরিচালক অনীক দত্তের। খবর পেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পৌঁছন অভিনেতা তথা বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এমন গুণী পরিচালকের শেষকৃত্যের সব কিছু যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

ইতিমধ্যেই পরিচালকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। রুদ্রনীল বলেন, 'অনীকদার শেষকৃত্য হবে বৃহস্পতিবার। তাঁর মেয়ে ঐশী বিদেশ থেকে কাল দুপুরে ফিরবেন।

তিনি প্রাপ্তবয়স্কা। তাই আগে তাঁর বাবার যাবতীয় নথিপত্র তিনি দেখবেন। তার পর দুপুর চারটে নাগাদ নন্দনে নিয়ে যাওয়া হবে পরিচালকের মরদেহ। সেখানে কিছুক্ষণ রাখা হবে। তার পর সোজা কেওড়াতলা শ্মশান।' এদিকে সূত্রে খবর, অনীক দত্তের শেষকৃত্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

এদিন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ জানান, তাঁর সঙ্গে বহু বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন 'ভূতের ভবিষ্যৎ' ছবিতেও। তবে পরিচালকের 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবিতে কাজ করা হয়নি। একইসঙ্গে রুদ্রনীল জানান, 'অনীকদার রসবোধ ছিল অসম্ভব। আসলে আমার মনে হয়, চিরকাল সম্মানের জায়গায় থেকে যাবেন তিনি। অনীকদা আসলে নিজের শর্তে

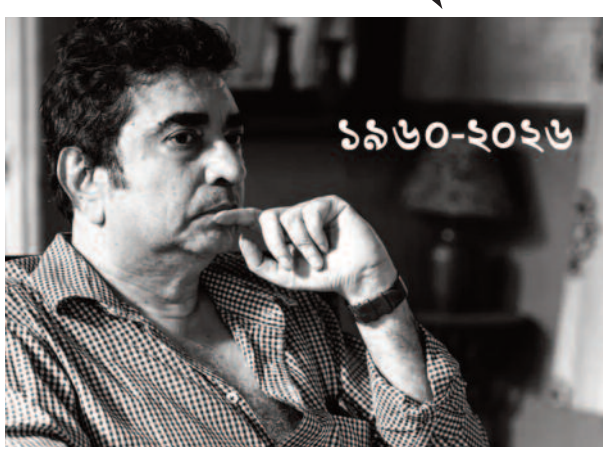

চলতেন। ওঁর সঙ্গে শুধু আড্ডা মারা নয়, ঝগড়া করতেও ভালো লাগত।' শেষ বার দিনকয়েক আগে একটা ছবির প্রিমিয়ারে দেখা হয়েছিল। শরীরটা সঙ্গ দিচ্ছে না বলে তখন অভিনেতাকে আভাস দেন অনীক। কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু যে ঘটে যাবে, তা ভাবতেও পারেননি রুদ্রনীল।

বেশ কয়েকবছর আগে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চত্বর জুড়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির পোস্টার নিয়ে সমালোচনা করেছিন অনীক। তাঁর সেই সাহসকে সাধুবাদ জানান রুদ্রনীল। তাঁর কথায়, 'অনীকদা নির্মাতা হিসাবে চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নিয়ে যে কথা বলেছেন, তাতে মিথ্যাচার ছিল না। যে কথা বলতে অনেকেরই সাহস হচ্ছিল না, অনীকদা তার ধার ধারেননি। এই মেজাজের একটা মানুষ চলে যাওয়া আসলে একটা বড় ক্ষতি।'

এসআইআরে সুপ্রিম রায়ে পালটা আক্রমণে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্ট এসআইআরের পক্ষে রায় দেওয়ার পরই বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছিলেন, শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত তাঁদের উপযুক্ত জবাব।

বুধবার সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের বৈধতা স্বীকার করে জানায়, নির্ভুল তালিকা গণতন্ত্রের ভিত। রায়ের ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘ বলেন, এই রায় গণতন্ত্রকে আরও মজবুত করবে। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বকে আদালত পুনরায় স্বীকৃতি দিল। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক ফায়দার জন্য বিরোধীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে চেয়েছিল। ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিতর্কিত বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। আদালতের রায় সেই সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিল।

জাতীয় মুখপাত্র অজয় আলোক আরও এক ধাপ এগিয়ে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজস্বী যাদব, অখিলেশ যাদবের নাম তুললেন। তাঁর বক্তব্য, তথাকথিত সংবিধান বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মতকে সংবিধানের ওপরে বসানোর চেষ্টা করছিলেন। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সুপ্রিম

কোর্টের রায় এখন তাঁদের জবাব। আলোক বলেন, কমিশনকে নিয়ে চলা রাজনৈতিক সমালোচনার আবহে এই রায় অত্যন্ত দরকার ছিল।

তরুণ চুঘের দাবি, ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বিরোধীরা ভুয়ো বা বেআইনি নাম বাদ দেওয়ার উদ্যোগে অস্বস্তিতে পড়েছিল। এসআইআরকে তাঁরা বিতর্কিত বলে প্রচার করছিলেন। আদালত সেই প্রচারের জাল ছিঁড়ে দিল। আবেদনকারীদের আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় বলেন, আদালত কমিশনের পাশাপাশি তাঁদের কিছু যুক্তিও আংশিক মেনেছে। ভোটার যাচাইয়ের ১ ধরনের নথির তালিকার বৈধতা স্বীকার করেছে। এতে ভবিষ্যতের নির্বাচন স্বচ্ছ হবে।

তবে যোগেন্দ্র যাদবের ব্যাখ্যা আলাদা। তাঁর মতে, গত অগস্টেই মামলার গতিপথ ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

আদালত প্রথমে এসআইআরের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে শুনলেও পরে মূল বিতর্ক থেকে সরে গিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির দিকে ঝোঁকে। কমিশনকে বিহার নির্বাচনের প্রস্তুতি এগিয়ে নিতে অনুমতি দেওয়ার পর মামলার কেন্দ্রবিন্দু বদলে যায়। মূল কাঠামোর সাংবিধানিক প্রশ্ন পুরোপুরি নিষ্পত্তি না-করেই প্রক্রিয়া এগিয়ে গিয়েছে।

বিজেপির কাছে রায় রাজনৈতিক জয়। বিরোধীরা এখনও উদ্বেগ জানাচ্ছে। প্রশ্ন একটাই, নির্ভুল তালিকার নামে কতটা স্বচ্ছতা আসবে, কতটা বিতর্ক মিটবে।

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বেলেঘাটার রাজু নস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা তথা প্রোমোটার রাজু নস্কর। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ বেঞ্চে মামলা করেছেন তিনি। আদালত সূত্রে খবর, গ্রেপ্তারের আশঙ্কাতেই বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জির বেঞ্চে এই আবেদন জানিয়েছেন রাজু।

রাজু নস্করের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। অভিযোগ, কলকাতা পুরসভার অনুমোদন ছাড়াই একাধিক বহুতল নির্মাণ করেছেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুরসভা তাঁর বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে নোটিস পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার চালানোর কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ, বাড়ি খালি করার জন্য হুমকি দেওয়া এবং মারধরের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ফেব্রুয়ারি মাসে বেলেঘাটার এক বাসিন্দাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগে রাজু নস্করকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল।

এদিকে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, তৃণমূল সরকারের আমলেই রাজু নস্করের নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটগুলি নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। তবে সেই অভিযোগকে গুরুত্ব না-দিয়ে ফ্ল্যাট ক্রেতাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে সমস্ত নথিপত্র ঠিক রয়েছে এবং নির্ধারিত সময়েই ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু সরকারের পালাবদলের পর থেকেই রাজু নস্কর কার্যত 'গায়েব' বলে অভিযোগ। ফ্ল্যাট ক্রেতাদের একাংশের দাবি, বেআইনি জমির ওপর বহুতল নির্মাণের বিষয়টি তাঁদের আগে জানানো হয়নি। বরং সমস্ত কাগজপত্র বৈধ বলেই জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, টাকা নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত বিল্ডিং প্ল্যান বা এগ্রিমেন্ট পেপার হাতে পাননি অনেক ক্রেতা। এমন এক সংকটে পড়ে রাজুর সঙ্গে যোগাযোগেরও চেষ্টা করেছেন তাঁরা। তবে তাঁর অফিসে গিয়ে তা তালাবন্ধ নজরে আসে তাঁদের।

বেলেঘাটায় বিজেপির দলীয় ঘর ভাঙচুর, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গল রাতে বেলেঘাটার ফুলবাগান মোড়ের কাছে উত্তেজনা। বিজেপির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ের কাচ ভেঙে গেল। একই সঙ্গে ভাঙচুর হয়েছে একটি ক্লাবও। অভিযোগের আঙুল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে।

বিজেপির মণ্ডল সভাপতির দাবি, মঙ্গলবার রাতে এসে ভাঙচুর চালায় তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী। শুধু অফিস নয়, ক্লাবেও হামলা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার ঘটনার পর বেলেঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে বিজেপির তরফে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বেলেঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত দু'টি জায়গায় ভাঙচুরের কথা উঠছে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতার এই অংশে উত্তাপ ফের বাড়ছে। বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবে দলীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে হামলা। পুলিশ বলছে, ঘটনার সূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান যাচাই করা হবে।

এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও এখনও বড় সংঘর্ষের খবর নেই। তবে রাজনৈতিক মুখোমুখি সংঘাতের ছায়া স্পষ্ট। বেলেঘাটায় শান্তি ফেরাতে প্রশাসনের কড়া নজরদারি জরুরি।

মমতার বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় এফআইআর দায়ের হল তৃণমূল সুপ্রিমো ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী ও আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগের কেন্দ্রে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও উসকানিমূলক মন্তব্য।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে কলকাতার রেড রোডের ইদ মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা সনাতন ধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বলে মন্তব্য করেন। এতে কোটি কোটি সনাতন ধর্মাবলম্বীর ভাবেগে আঘাত লেগেছে। পাশাপাশি ২০২৬ বিধানসভা ভোটের প্রচারে ধর্মতলার সভায় তিনি বলেছেন, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ হলে হিন্দুদের '১২টা বেজে যাবে'। অভিযোগকারীর দাবি, এটি ভোটারদের ভয় দেখানো ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই বলা।

সাংবিধানিক পদে থেকে এ ধরনের মন্তব্য সমাজে বিশৃঙ্খলা ডাকে বলেও অভিযোগে উল্লেখ। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ক্ষমতা বদলের পর রাজনৈতিক সংঘাত এবার আইনি লড়াইয়ে। বাক-স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার সীমারেখা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু।

চালু জনকল্যাণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুয়ারে সরকারের আদলেই এবার রাজ্যে চালু হচ্ছে নতুন কর্মসূচি 'জনকল্যাণ শিবির'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ জুন রাজ্য জুড়ে এই বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রত্যেক গ্রাম, ব্লক, পুরসভা ও কর্পোরেশন এলাকাতেই এই শিবির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সরকারি সূত্রে খবর, বিডিও, পুর প্রশাসন এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা এই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন। সাধারণ মানুষ সেখানে গিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদন, তথ্য সংশোধন, নাম নথিভুক্তিকরণ এবং পরিষেবা সংক্রান্ত সাহায্য পাবেন।

তবে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কটাক্ষ। বিরোধীদের দাবি, তৃণমূল সরকারের জনপ্রিয় 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির কাঠামোই কার্যত নতুন নামে ফিরিয়ে আনছে বিজেপি সরকার। ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রকল্পের সমালোচনা করা হত, এখন সেই একই মডেলকে নতুন মোড়কে চালু করতে হচ্ছে বলেই দাবি বিরোধীদের।

জমি জালিয়াতি মামলায় ইডি দপ্তরে হাজির পুলিশ আধিকারিকের মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি জালিয়াতি মামলায় জয় কামদার ও কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নামে গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে গিয়ে অভিযোগ করেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। ৮১ বছরের বৃদ্ধ জানিয়েছিলেন 'আমার বাড়ি ভবানীপুরের টাউনসেন্ড রোডে। আমরা আমাদের পৈতৃক ভিটে প্রমোটারকে দিয়েছিলাম। চেয়েছিলাম ফ্ল্যাট দেবে আমাদের। প্রোমোটার যে বিখ্যাত শয়তান জয় কামদার বুঝতে পারিনি। আর ছিলেন, পুলিশ অফিসার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও সোনা পাপ্পুও। ওরা আমাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে জমি নিয়েছিল।

সব লিখিতও ছিল। কিন্তু, ফ্ল্যাট আর পাইনি। যতবারই গিয়েছি জয় কামদার অফিসে সে আর দেওয়ার গা করেননি। শেষে বন্দুকও দেখিয়েছিল। আমাকে হুমকি দেওয়া হয় যাতে আমি আর ফ্ল্যাট না চাই। আমাদের থেকে ১৭ লাখ টাকাও দাবি করে। আর এই ফ্ল্যাট পুলিশ অফিসার রাজকুমার সিংকে দিয়েছিল জয় কমদার।'

এদিকে রাজকুমার সিংয়ের মেয়ে মেনকা জানিয়েছিলেন তিনি ও তার স্বামী এই ফ্ল্যাট টাকা দিয়ে অগ্রিম বুকিং করে কিনেছেন। এমনকি এজন্যে তাদেরকে লোনও নিতে হয়েছিল। মেনকার এই দাবির পর সমস্ত নথি নিয়ে মেনকাকে ইডি বুধবার সকালে তাদের দপ্তরে আসতে বলা হয় ইডির তরফ থেকে। সেইমতো বুধবার সকাল ১১টার পর সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন রাজকুমার সিংয়ের মেয়ে মেনকা। তিনি ইডি দপ্তরে ঢোকার সময় জানান সমস্ত নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল সেগুলি জমা দিতেই তিনি এসেছেন।

প্রসঙ্গত, জমি জালিয়তির অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার সোনা পাপ্পু ও ব্যবসায়ী জয় কামদার। শ্রীঘরে এই মামলার অন্যতম চক্রী কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। এরপর জয় কামদারের প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' যান ভবানীপুরের ৮১ বছরের বৃদ্ধ।

বন্দুক হাতে ছবি দেওয়া পুলিশ আধিকারিককে বদলি নবান্নে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন পর্বে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড হওয়া কালীঘাট থানার তৎকালীন ওসি গৌতম দাস। এবার কালীঘাট থানার সেই ওসিকে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বদলি করা হল। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের সাউথ ডিভিশনে কর্মরত ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার ওই আধিকারিককে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেই কর্মরত থাকবেন। কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে অবিলম্বে তাঁকে রিলিজ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ডেপুটেশনে গেলেও তাঁর মূল পুলিশ বাহিনীর সিনিয়রিটি, পদোন্নতি এবং কেরিয়ার

অ্যাডভান্সমেন্টের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।

একটি ছবিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। ছবিতে দেখা গিয়েছিল, একটি অত্যাধুনিক বন্দুক হাতে থানায় নিজের চেয়ারে বসে রয়েছেন গৌতম। তার পরনে পুলিশের উর্দি। গৌতম নিজেই ফেসবুক এবং হোয়াট্সঅ্যাপ স্টেটাসে সেই ছবি পোস্ট করেন বলেও দাবি করে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার প্রথম গৌতমের ওই ছবিটি প্রকাশ্যে আনেন। তৃণমূল নেতার মতে, 'এ ধরনের ছবি শুধু অস্বস্তিকর নয়, আইনের চোখেও অত্যন্ত আপত্তিকর।' এরপরই লালবাজারগৌতমকে সাসপেন্ড করে তাঁর জায়গায় কালীঘাট থানার নতুন ওসি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় চামেলি মুখোপাধ্যায়কে। যদিও ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আবার কালীঘাট থানার ওসি বদল করে বলাই বাগকে আনা হয়। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর এবার গৌতমকে নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। গৌতম কলকাতা পুলিশের সাউথ ডিভিশনে কর্মরত।

কালবৈশাখীর সঙ্গী বৃষ্টি, বৃহস্পতিতে বদলাতে পারে কলকাতার আবহাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার দুপুরের পর থেকেই ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা থেকে বাংলার আকাশে ঢুকেছে বজ্রগর্ভ মেঘ। আর তাতেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা একটানা তীব্র গরমের মাঝে এল খানিক স্বস্তি। এমন পূর্বাভাস আগেই দিয়ে রেখেছিল হাওয়া অফিস। সেই পূর্বাভাসকে সত্যি করে জেলায় জেলায় নামে বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল কালবৈশাখীর দাপটও। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আসানসোল, বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্বস্তির বৃষ্টির জেরে একধাক্কায় নামল তাপমাত্রার পারদ। তীব্র দহনজ্বালা থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বঙ্গবাসী।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। এর জেরে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। আর এমন এক আবহে বুধবার রাতের মধ্যে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে উপকূলে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে ২৮ এবং ২৯ মে এই দুদিন পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূল ও উত্তর ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে এও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ঝড়ের গতিবেগ ও বৃষ্টির তীব্রতা অনেক বেশি হবে। সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা

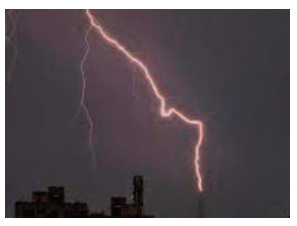

শুক্রবার পর্যন্ত। পূর্ব মেদিনীপুর সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে।

কলকাতাতেও বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড় বৃষ্টিতে এবং মেঘলা আকাশের কারণে দিন ও রাতের তাপমাত্রা অনেকটা কমবে। দক্ষিণবঙ্গে দু' থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে হতে পারে ঝড় বৃষ্টি। রবিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে স্থানীয় ভাবে দু'-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

রাজ্যের তিন জেলায় ঝড় ও তীব্র বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে এদিন। আগামী দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রপাতের আশঙ্কা। দক্ষিণবঙ্গের হুগলি পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব বর্ধমান জেলায় ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে।

কলকাতার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় হতে পারে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি এবং উত্তর,দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায়। শুক্রবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শনিবার ঝড়বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবে)। ওইদিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব,পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ঝড়বৃষ্টি বেশি দেখা যেতে পারে।রবিবার ও সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমবে। তবে সেই সঙ্গে ফিরবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। তবে বজ্রঝড়ের দাপট এখনও পুরোপুরি কাটছে না। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং থেকে মালদা-উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া সহ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। শুক্রবারও বেশিরভাগ জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনি ও রবিবার থেকে ধীরে ধীরে কমবে ঝড়বৃষ্টি। তবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে দু'-এক জায়গায় হালকা ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ পরমব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী হিংসায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা-পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। গড়িয়াহাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া এই মামলার আইনি গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের গরমের ছুটির অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন জানান তিনি। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৯ মে শুক্রবার বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত,২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন, অর্থাৎ ২ মে। তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর বিকাল নাগাদ পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে লিখেছিলেন। দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে 'বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষণা হোক।' অভিনেতার সেই পোস্টে সায় দিয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় কমেন্ট করেছিলেন,

'হোক হোক।'

সম্প্রতি আইনজীবী জয়দীপ সেন গড়িয়াহাট থানায় এই দুই তারকার বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক পোস্টের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ এনে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, যখন রাজ্যে ভোট পরবর্তী অশান্তির খবর আসছিল, ঠিক তখন সেলিব্রিটিদের এমন পোস্ট সমাজকে আরও বেশি হিংসাত্মক হতে উসকে দিয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গড়িয়াহাট থানা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা অর্থাত প্ররোচনা এবং ১৫৩এ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়ানোর মতো একটি জামিন অযোগ্য ধারা, তার অধীনে পরমব্রত ও স্বস্তিকার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়।

এই মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ দু'জনকেই নোটিস পাঠিয়ে তলব করেছিল। গত শনিবার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় গড়িয়াহাট থানায় হাজিরা দেন এবং সেখানে তাঁকে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সেই তলব এড়িয়ে সরাসরি আইনি সুরক্ষার খোঁজে এবং আইনি প্রক্রিয়া বাতিল বা কোয়াশিং করার আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

সম্পাদকীয়

শুরুটা তো হল, এবার শেষ হোক অনুপ্রবেশ, এটাই চায় বঙ্গবাসী

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, অনুপ্রবেশ নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি হবে এই সরকারের। যেমন কথা, তেমন কাজ। সরকারে এসেই তাই সর্বাগ্রে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় হাত দিয়েছিল রাজ্যের নবগঠিত বিজেপি সরকার। পাশাপাশি জেলায় জেলায় চালু হয়ে গিয়েছেহোল্ডিং সেন্টার। এভাবে একদিকে সীমান্তে কাঁটাতার বসানো, আর অন্যদিকে হোল্ডিং সেন্টার, এর জোড়া ফলায় অনুপ্রবেশকারীরা একেবারে কোণঠাসা। দিনের পর দিন এদেশে ঢুকে, নথিপত্র বানিয়ে, এদেশে বহাল তবিয়তে থেকে যাওয়া, এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ট্র্যাডিশন। এবার সেই ট্র্যাডিশন ভাঙতে চলেছে। সৌজন্যে বিজেপি সরকার। আর এটা যে সরকারের ফাঁকা আওয়াজ নয়, তার প্রমাণ ভারত, বাংলাদেশ সীমান্ত। গত কয়েকদিন ধরে বনগাঁর পেট্রোপোল থেকে স্বরূপনগর, হাকিমপুর, বসিরহাটের বিভিন্ন সীমান্তে দলে দলে ভিড় জমিয়েছেন মানুষ। এই পরিস্থিতিতে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে পড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে এবার ফেরার তাড়া। সোমবার থেকেই চেকপোস্টগুলিতে শুরু হয়েছে তৎপরতা। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজ পেলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করবে না। সরাসরি তুলে দেবে বিএসএফের হাতে। বিএসএফ তাদের ধরে বাংলাদেশে পাঠাবে। স্বাধীনতার পর এই রাজ্যে প্রথম কোনও সরকার এল যাদের অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া একটা অবস্থা আছে। অতীতের সব সরকারই অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে মুখে অনেক কড়া কথা বললেও কাজের বেলা চোখ বুজেই ছিল। পরিস্থিতি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় বাম আমলে। বামেদের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে ছিল তৃণমূল সরকার। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। এ রাজ্যের অর্থনীতির ওপর চেপে বসেছিল অনুপ্রবেশ নামক এই জগদ্দল পাথর। চাকরি। বাকরি থেকে ছোট ব্যবসা, সবেতেই ভাগ বসিয়েছিল এরা। এখানেই শেষ নয়, এই রাজ্যের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কেনা রেশনের খাদ্য সামগ্রী থেকে নামা প্রকল্পের সুবিধাভোগী ছিল এই অনুপ্রবেশকারীরা। কোথাও গিয়ে এর রাশটা টানা দরকার ছিল। বিজেপি সরকার সেই কাজটাই করছে। এরজন্য তাঁদের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য।

২৮ মে: মল্লিকা সেনগুপ্তের জীবনাবসান বনাম এক মেরুকরণের আখ্যানমালা

ড. সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

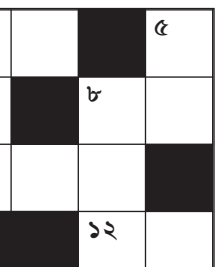

কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের জীবনাবসান ঘটে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৮-শে মে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পনেরো বছর আগের প্রায় ঠিক এই সময়েই আমরা রাজ্যে নতুন শাসক পেয়েছিলাম, শাসক হিসাবে পেয়েছিলাম একজন নারীকে। কিন্তু তারপরেও নারীর নিরাপত্তা বারবার হাজির হয়েছে প্রশ্নচিহ্নের মুখে! পনেরো বছর পরে আজকের দিনে বাংলার মানুষ নতুন পালাবদলের মধ্যে দিয়ে আশায় বুক বেঁধেছে নারীর নিরাপত্তার পাশাপাশি বিচার চাইছে ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া নারকীয় সব ঘটনাপ্রবাহের বিচার চাইছে সেই সমস্ত 'স্পর্ধা'গুলি, বারবার যার কণ্ঠরোধের প্রয়াস চলেছে। পিতৃতন্ত্রের কড়াল গ্রাসে নারীর অবরোধ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যিনি বারবার লড়াই করেছেন তিনি মল্লিকা সেনগুপ্ত। তিনিই চলে গেলেন লড়াই থামিয়ে মাত্র পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে; তবে রেখে গেলেন সেই সমস্ত প্রতিবাদের বয়ান যা নারীর অবরোধমোচনের চিরকালীন আখ্যান রূপে পরিগণিত। কিন্তু কবি মল্লিকার নির্মাণ করা ভাষ্য আমরা কতটা মনে রাখলাম এই পনেরো বছরে? হয়ত রাখিনি, তাই মেরুদণ্ড থেকে জিহ্বা সবই বিক্রয় হয়েছে একে একে। এই দলে রয়েছে কবি-সাহিত্যিক থেকে শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বহু বহু তারকারা। ফলত প্রতিবাদের ধারালো অস্ত্রে যেটুকু মরচে পড়েছে তার শাণ দেওয়া প্রয়োজন আজ। নতুন আশায় উদ্দীপিত হয়ে নারীর প্রতিবাদের কণ্ঠ যে শক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে চিরকাল, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সময় আজ কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখতে চেয়েছেন সেই কথন, যা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে, পুড়িয়ে দেয় নারীর অবরোধের সমস্ত কালো পর্দাকে। কবিতায় তিনি জন্ম দেন সেই ধারার যা পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূলবোধের পরিবর্তন ঘটায় একটা ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার 'ঙ্গত্রন্দ্মত্রন্থষ্ঠত্র:ত্রন্স্' তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র করে তোলে। পাশাপাশি তিনি অস্বীকার করেছিলেন সেই সমস্ত সংরক্ষণগুলি যেগুলি নারীকে সংরক্ষণযোগ্য পণ্য করে তোলে।

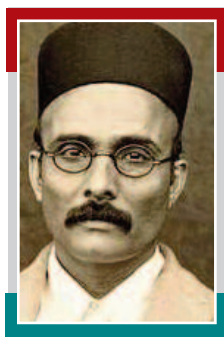

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬০ সালের ২৭ শে মার্চ। তাঁর জন্ম কৃষ্ণনগরে হলেও, জীবনের অনেকটা সময়ই কাটে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সমাজতত্ত্ব'বিষয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। এরপর অধ্যাপিকা হিসাবে যোগদান করেন মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজে। নয়ের দশকে 'সানন্দা' পত্রিকার কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করতেন তিনি। মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু', যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয়; 'সোহাগ শর্বরী' (১৯৮৫ খ্রি.), 'আমি সিন্ধুর মেয়ে'(১৯৮৮ খ্রি.), 'হা ঘরে ও দেবদাসী' (১৯৯১ খ্রি.), 'অর্ধেক পৃথিবী' (১৯৯৩ খ্রি.), 'মেয়েদের অ আ ক খ' (১৯৯৭ খ্রি.), 'কথামানবী' (১৯৯৭ খ্রি.), 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই' (২০০১ খ্রি.), 'দেওয়ালির রাত' (২০০১ খ্রি.), 'পুরুষকে খোলা চিঠি' (২০০২ খ্রি.), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' (২০০৫ খ্রি.), 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' (২০০৬ খ্রি.)। কবিতা ছাড়া তিনি রচনা করেছেন তিনটি উপন্যাস ও তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। অসংখ্য কবিতা অনুবাদ করেন। এছাড়া রয়েছে প্রচুর অগ্রন্থিত কবিতা।

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬০ সালের ২৭ শে মার্চ। তাঁর জন্ম কৃষ্ণনগরে হলেও, জীবনের অনেকটা সময়ই কাটে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সমাজতত্ত্ব'বিষয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। এরপর অধ্যাপিকা হিসাবে যোগদান করেন মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজে। নয়ের দশকে 'সানন্দা' পত্রিকার কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করতেন তিনি। মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু', যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয়; 'সোহাগ শর্বরী' (১৯৮৫ খ্রি.), 'আমি সিন্ধুর মেয়ে'(১৯৮৮ খ্রি.), 'হা ঘরে ও দেবদাসী' (১৯৯১ খ্রি.), 'অর্ধেক পৃথিবী' (১৯৯৩ খ্রি.), 'মেয়েদের অ আ ক খ' (১৯৯৭ খ্রি.), 'কথামানবী' (১৯৯৭ খ্রি.), 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই' (২০০১ খ্রি.), 'দেওয়ালির রাত' (২০০১ খ্রি.), 'পুরুষকে খোলা চিঠি' (২০০২ খ্রি.), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' (২০০৫ খ্রি.), 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' (২০০৬ খ্রি.)। কবিতা ছাড়া তিনি রচনা করেছেন তিনটি উপন্যাস ও তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। অসংখ্য কবিতা অনুবাদ করেন। এছাড়া রয়েছে প্রচুর অগ্রন্থিত কবিতা।

মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'। গ্রন্থটি কবি লিখছেন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। মল্লিকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই যৌনতার কথা আছে। সে যৌনতার আশ্চর্য রকমের! না, কামনার সচিত্র সন্দর্ভ তা নয়। সেখানে ফুটে উঠেছে মোহমায়াযুক্ত ধর্ষকাম মনোবৃত্তির পুরুষের প্রতি ধাবিত নারীর পথভ্রান্তির কথা, ফুটে উঠেছে জৈব-নিস্পৃহতার কথা। কবি ব্যবহার করেছেন রূপকাশ্রিত ইন্দ্রিয়কে, যা কবিতাকে অনেক বেশি কাব্যিক ও বহুরৈখিক করে তুলেছে। আলোচনায় আনা যায় 'রাবার, রাবার' কবিতাটি। কবিতাটির শুরুতে কবি বলছেন; 'উঁকি মারবার লোভে কার পিছু পিছু চলে এল নগরীর/ শ্রেষ্ঠ কুমারীরা। এই চারণভূমিকে ঘিরে আছে গমখেত / উট ও ময়ূর। ফণীমনসার মতো রোঁয়া ওঠা সে শরীর, /মুক্ত ভ্রমরেরা ওর কস্টিউম, ঘিরে রাখে বিপদ সংকেত/ কোথায় বন্দর আছে ও শরীরে, তৈলকূপ, আমি তা জানি না।' কবিতার শুরুতে 'নগরীর শ্রেষ্ঠ কুমারী'দের কথা বলা হয়েছে। 'নগরীর শ্রেষ্ঠ কুমারী' কথাটি বলবার মধ্যে দিয়ে আশির দশকের আগে থেকে শুরু হওয়া ও রমরমিয়ে চলতে থাকা ফ্যাশন সো 'মিস ক্যালক্যাটা'র কথা স্মরণে আসতে পারে। স্মরণে আসে বিমল করের লেখা ও দিনেন গুপ্তের পরিচালনায় তৈরি ছবি 'বসন্ত বিলাপ'এর সেই বিখ্যাত গান 'আমি মিস ক্যালক্যাটা ১৯৭৬'এর কথা। গানের কথায় 'ইডলি ধোসা সম্বরম রান্নাতে আমি উত্তমম' আর 'আমায় যে দেখেছে সেই বলে ফেঁসেছি'এর অদ্ভুত সংমিশ্রণে একটা নতুন ট্রেন্ড তখন বাজারজাত হচ্ছে, আর সেটাই পণ্য হয়ে উঠছে সিনেমা থেকে ম্যাগাজিনের পাতায়। যে লড়াই কবিতা সিংহরা শুরু করেছিলেন পাঁচের দশকে, যা পিতৃতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদের জন্য, সমকক্ষতার জন্য, তা 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'র ট্রেন্ডে পর্যবসিত হচ্ছে। অথচ চুল বাঁধতে পারা নারীর রাঁধাটা যে বাধ্যতামূলক নয়, বাইরে বেরিয়ে এসে স্বাবলম্বী হওয়াটাই যে মুখ্য তা একশ্রেণির মানুষের বোধগম্যতার বাইরে ছিল। আর 'আমায় যে দেখেছে সেই ফেঁসেছে' বলার মধ্যে দিয়ে নারীর পণ্যায়িত হয়ে থাকাটাই ইশারা করে যায়। যে কারণে 'নগরীর শ্রেষ্ঠ কুমারী'দের এত বিজ্ঞাপনজাত করার হিড়িক। এও চক্রান্ত। পিতৃতান্ত্রিক নয়, পণ্যায়নের। নারীর 'বিষয়' হয়ে থাকা এর থেকে মুক্ত নয়। তাই প্রথম লাইনে কবি বললেন 'লোভ' শব্দটিও। নারীর অবস্থান ও জীবনপ্রণালীর পরিবর্তন কবিতার এই কথাতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্রেষ্ঠকুমারীর চারণভূমি গমখেতের মতোই লোলুপ বিজ্ঞাপনী দৃষ্টির কাছে। উট ও ময়ূরের সন্ধানী চোখ সেই গমখেতের কৃষ্টিকে ভোগ করবেই। নারীর শরীর চারণভূমি, গম সেই ভূমির শস্য। সেই গমের মতো শস্য ক্ষুধাতুর ময়ূর পুরুষ সমূলে নাশ করে। তৃষ্ণার্ত পুরুষ-উটের মত খুঁজে বেড়ায় সেই শস্যশ্যামলা ভূমিকে। ফণীমনসা সেই তৃষিত মরুভূমির উদ্ভিদ, যা পুরুষের লিঙ্গের পরিপূরক হয়ে উঠছে কবিতায়। ফণীমনসা যেন সেই তৃষিত পুরুষ। রোঁয়া ওঠা ফণীমনসার চারিদিকে যে পুষ্পালু আভা তা ভ্রমরের মত, আর তৃষিত এই শরীরও ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরেরই মতো বিপদ সংকেতপূর্ণ বলে মনে হয় । আর বন্দর, তৈলকূপ নারীর সম্ভোগস্থলের প্রতীক, যা যেন খুঁজে চলেছে ফণীমনসাময় পুরুষটি। এর পর কবি উচ্চারণ করলেন সেই ঘটমানতার কথা; তব্লেড ছিল ডান হাতে, কাজল পরছি ভেবে আশ্লেষের ঝোঁকে/ চালিয়ে দিয়েছি। অত রক্ত ছিল ওই টুকু চোখে ব্যালেরিনা /বকপাখি তোরা মঞ্চ থেকে তুলে নিস কোন অনার্যকে।দ 'ব্যালেরিনা' নৃত্যরত নারী। 'ব্যালে' সম্পর্কে যা জানা যায়; 'Ballet is a formalized form of dance with its origins in the Italian Renaissance courts of 15th and 16th centuries.'এই ব্যালে নৃত্যরত নারীকে সাদা বকপাখির মতো দেখায়, যা নারীর স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোকচিত্রী জয়িতা তৃষার ক্যামেরায় 'উড়ন্ত' মুবাশশিরা ইরার ছবি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সেখানে ঢাকার বুকে ব্যালে নাচের আলো ছড়িয়েছেন নওগাঁর এক ব্যালে শিল্পী। অনেকেই ইরার মধ্যে তারুণ্য ও প্রতিবাদের ছোঁয়া দেখতে পান। The Daily star Bangla, মামুনুর রশিদ, ৩০ জানুয়ারি, ২০২২) স্বাধীনতা ও মুক্তি চাওয়া নারীকে ব্যালেরিনা সম্বোধন করেছেন লেখক। কিন্তু এই স্বাধীনচেতা নারীর পরিণতি কি হতে পারে? যেখানে আবার 'উঁকি মারবার লোভ'এর পিছনে ধাওয়া করা বিদ্যমান। কবি জানিয়েছেন, কাজল পরতে গিয়ে চোখ রক্তাক্ত হয়, দৃষ্টিশক্তির চোখ, সঠিক পথে হাঁটা যেন শেষ হতে বসে রক্তিম লালাসায়। ব্লেড ছিল হাতে সেটা স্মরণে থাকে না ব্যালেরিনার। যেন ভুল জীবনের শিকার হয়, ভুল মানুষের হাত ভুল পরিণতিতে নিয়ে যায়। ভোগবাদী লালসা এর মূলে অবস্থিত। শেষে কবি পরিণতিতে একথায় জানান, তকুমারীরা কী যে করে ফণীমনসার/ অনাবিষ্কৃত দেশের উদ্ভিদ, ছুঁয়ে দেখি; 'রবার, রবার'।দ ফণীমনসা বা পৌরুষে আকৃষ্ট নারী কাঁটার ফাঁদ টের পায়। তাই কবি বলেন 'কী যে করে'! ছুঁয়ে দেখি 'রাবার, রাবার'। এই রবার যা পৌরুষময় বীর্যের প্রতীক যা শক্ত হয়ে ওঠে। সম্পর্কও এমন শীতল ও পরিবর্তনশীল। পণ্যায়ন এভাবেই যেন প্রভাবিত করে চলেছে। পণ্যায়নের আলোকে নারীর অবস্থানকে আঁকতে কবিতাটি আশ্চর্য রূপকে মুড়েছেন কবি।

শরীরী চেতনাকে স্পষ্ট করার পাশাপাশি নারীর কলমে পুরুষকে 'বিষয়' করে তোলা দেবারতির কবিতায় দেখি। কিন্তু মল্লিকার কবিতায় বরং বেশি আছে নারীর যৌনঅবরোধ থেকে মুক্তির দাবি, আছে শরীরকে পণ্য করে তোলার বিরোধিতা। তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠ জোরালো দাবি তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে; 'তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলে বলে /গলে গেছি, নদী হয়ে গেছি। / এখন আমার জলে ছায়া / নগ্নপুরুষের; কে, কে তুমি?' কবিতায় নারী 'জল'এর প্রতীক হয়ে উঠছে। নদীর ঢেউ, জলের প্রবাহ হয়ে উঠছে নারী। পুরুষ কি তাহলে মৃত্তিকা? নদীর অপার প্রবাহ ভরসার জায়গা সেই মৃত্তিকা কি পুরুষ? নাকি অন্যকিছু, আলাদা কিছু? শীতলতা ভেঙে তৈরি হয় জল। ভালোবাসার উষ্ণতায় নয়, ক্রুদ্ধতার মধ্যে যে উত্তাপ তারই উষ্ণতায় জলের সৃষ্টি। আর নদী সে নিজের মতো বয়ে চলতে জানে, নিজের মতো এগিয়ে চলতে জানে। পুরুষ সূর্যের মতো ক্রুদ্ধতা প্রদানে আরও বেশি বরফ ভাঙা গতি প্রদান করেছে। তাই ভালোবাসা নয়, ক্রুদ্ধতাই নারীর পাথেয়। পুরুষের ক্রুদ্ধতার ছায়া নারীর কাছে আজ স্পষ্ট। জলে সেই সূর্যের প্রগাঢ় নগ্ন উত্তপ্ত ক্রুদ্ধ ছায়া এসে পড়ে। নারী বোঝে, পিতৃতন্ত্রের নগ্ন ছায়া সে চেনে। তাই বলে; 'কে, কে তুমি?' বলতে পারে; ততাই আমি অন্ধকারে ছেড়ে গেছি তোমার বিছানাদ কারণ, পুরুষের 'শরীরের জলদোষ' সে চিনে গেছে। এই জলদোষ অপোক্ত, অশক্ত ভূমি দোষ; যা জলের প্রবাহকে ধারণ করতে অপারগ। যা জলের স্রোতস্বিনী প্রবাহিনী বিপ্লবকে ধারণ করতে অপারগ, যা নারীর বিপ্লবকে মেনে নিতে অপারগ। তাই কবি বলেন, তছেড়ে গেছি তোমার বিছানা।দ কবিতার নাম 'জলদোষ'। নপুংসকতা ও নারীর প্রগতিকে মানতে না পারার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা কবিতাটিতে অভিনব কিছু উপমা আনলেন, যা নষ্ট যৌনতাকে স্পষ্টতা দিয়েছে; 'বিটগাজরের দেশে তোলপাড় উঠল তখন / লাল দুটি বিট আরো লাল হয়ে ওঠে অভিমানে / 'ঠিক একদিন আমি নেমে যাব মাটির গভীরে / রাতবিছানার দিব্যি'; মনে মনে ভাবল গাজর / উত্তর দিল না মুখে কোনও। স্ত্রী তখন হাঁটু গেড়ে /অন্ধবিশ্বাসের কাছে স্বামীটির আরোগ্য চাইছে।দ 'লাল দুটি বিট' নারীর স্তন এবং 'গাজর' পুরুষাঙ্গ। লাল বিটের আরো লাল হয়ে ওঠা নারীর যৌন অপ্রাপ্তির অভিমান। আর 'গাজর' এর প্রতিজ্ঞা একদিন ঠিক মাটির গভীরে, নারী শরীরের গভীরে, নারীত্বের গভীরে প্রবেশ করবেই। শেষ অবধি অভিমানী নারী যেন স্বামীর আরোগ্য চায়। এই কবিতায় বিট আর গাজরের অনুষঙ্গে পুরুষের যৌন নপুংসতাকে ব্যক্ত করা হলেও শেষ অবধি তা বহুরৈখিক ব্যঞ্জনায় পর্যবসিত হয়। নারীর প্রগতিকে, স্রোতস্বিনী নারীর বিপ্লবকে নারীর প্রাপ্তিযোগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নারীর কামনা নদীর মতোই প্রবাহমান হয়ে ওঠা। অথচ দরকার পোক্ত ভূমির, যেখানে নিশ্চিন্তে প্রবাহিত হবে সে। কিন্তু ভূমি সেই বহমানতা দিতে অপারগ, যেমনটা পিতৃতান্ত্রিক আবহে থাকা পুরুষটি অপারগ নারীর বিপ্লবকে, ক্ষমতায়নকে, সমকক্ষতাকে মেনে নিতে। এই মেনে নিতে না পারাই নপুংসকতা। এই রোগের আরোগ্য কামনা করছে নারী। এই আরোগ্য কামনা নারীর নিজের জন্য নয়, পিতৃতন্ত্রের স্রোতে নিমজ্জমান মানুষগুলির জন্য। এভাবেই যেন কবি যুক্তির জালে পিতৃতন্ত্রকে পর্যদুস্থ করেন।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় প্রথাভাঙার ছবি খুব বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। যে স্পর্দ্ধার বয়ান কবি বুনেছেন কবিতায় তা নারী-পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবিকে জোরালো করে। এই সামানাধিকারের যে দাবি তার ভিন্নমাত্রিক দিক আছে। অবরোধ প্রথাকে এড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে সহজাত প্রবেশের অধিকার অর্জিত হয়েছে পূর্বেই। পনেরো বছর আগে ২৮শে মে হয়ত মল্লিকার দেহাবসান ঘটেছে, কিন্তু তিনি লিখে গেছেন প্রতিবাদের যে বয়ান, তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা ভীষণই জরুরী। এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত।

শব্দছক ১৭২

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. প্রতিবন্ধক ৩. উষ্ণ ৬. প্রশস্ত ৮. বাঁকা ৯. রাজহাস ১০. বর্ষায় ফোটা এক ফুল ১২. ব্যাঘ্র ১৩. কাহিল ১৪. সামাজিক হিতার্থে রক্ত দেওয়া ১৬. যুবক ১৮. রাজস্ব ১৯. জমিতে বোনা ২১. সমঝোতা ২১. অল্প

ওপর-নিচ: ১. বৃষ্টি ২. চিরন্তনীভাবে বয়ে চলা ৪. রক্ত আভাযুক্ত ৫. কুমির ৭. মেঘ ৮. শক্তিশালী পুরুষ ১০. পায়রা ১১. ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ ১৫. পৌরাণিক মতে দনুর পুত্র ১৭. পিতা ১৮. শাঁখ ২০. ছবি আঁকার উপযুক্ত মোটা বস্ত্রখণ্ড

সমাধান ১৭১ — পাশাপাশি: ১. কুভোজন ৪. ভাসান ৬. মল ৭. গগন ৮. বন্য ৯. হত ১০. মহিলা ১২. সাধক ১৪. সাকার ১৫. বনজ ১৭. দাব ১৮. পল ১৯. চাকর ২০. ধাম ২১. নয়ন ২২. খয়রাত

ওপর-নিচ: ১. কুমকুম ২. ভোল ৩. নগন্য ৪. ভান ৫. নমিত ৮. বলাকা ৯. হবন ১১. হিসাব ১৩. ধবল ১৬. জনমত ১৭. দাদন ১৮. পরখ ১৯. চান ২০. ধারা

আজকের দিন

- **১৯৩০** — ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবতী চরণ ভোরা লাহোরে বোমা পরীক্ষা অভিযানের সময় মৃত্যুবরণ করেন।
- **১৯৯৮** — পাকিস্তান বেলুচিস্তানের তার প্রথম ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়।
- **২০০৮** — নেপালের গণপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটিকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে।

জন্মদিন

দামোদর সাভারকার

১৮৮৩ *স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্মদিন।*

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এনটি রামারাওয়ের জন্মদিন।*

১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজীব টোপনোর জন্মদিন।*

চর্চাবিসর ১৬১

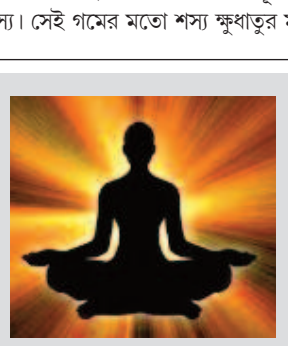

বাংলা শব্দ সংকল্প (Sankalpa) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যা দুটি মূলের সমন্বয়ে গঠিত sam (সম্) অর্থ 'একসাথে,' 'সম্পূর্ণরূপে,' বা 'ভালোভাবে'। কল্প (কল্প) অর্থ 'প্রতিজ্ঞা', 'সংকল্প', 'বিন্যাস' বা 'কল্পনা'। একত্রে এগুলোর অর্থ হলো 'পূর্ণ সংকল্প,' 'গম্ভীর প্রতিজ্ঞা' 'সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়,' বা 'মনের দৃঢ় সংকল্প'। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক অভিপ্রায় বা পবিত্র অঙ্গীকার স্থাপনকে বোঝায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অপেক্ষা করুন, পার্থ ভৌমিককে পদত্যাগ করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পার্থ ভৌমিককে এলাকায় দেখা যাবে না। একটু অপেক্ষা করুন ওনাকে রিজাইন করতে হবে। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দপ্তরে পুরসভার উন্নয়ন সংক্রান্ত মিটিংয়ে যোগদান করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন নোয়াপাড়ার বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং। পার্থ ভৌমিকের রিজাইন সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'মানুষ যখন কাজের জন্য যাচ্ছে, তখন ওনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এবার মানুষ ওনাকে না পেয়ে তো ধরবেন, জানতে চাইবেন। তখনই ওনাকে রিজাইন করতে হবে।' ইতিমধ্যেই পার্থ ভৌমিক বিজেপিতে যোগদান করতে পারে বলে কানাঘুষা শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বলেন, 'উনি বিজেপিতে যোগদান করবেন কিনা সেটা আমার দেখার কাজ নয়, ওটা দল দেখবে। তবে আমি মানুষের কথা বলতে পারি, মানুষ ওনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ধরে ফেললে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র মতো অবস্থা হবে ওনার এটুকু বলতে পারি।' উল্লেখ্য, দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ১৪টি বিধানসভার মধ্যে মাত্র ১টিতে জয় পেয়েছে তৃণমূল। বাকি ১৩টি বিজেপির দখলে। ফল প্রকাশের পর থেকেই আত্মগোপন করেছেন দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। কর্মীরা আক্রান্ত, পুরসভাগুলি একের পর এক ভেঙে যাচ্ছে অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ নেতা পার্থ ভৌমিকের কোনও খোঁজ নেই। কর্মীরা তাঁকে ফোন করেও পাচ্ছেন না। সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক পোস্ট হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে। 'পার্থ ভৌমিক নিখোঁজ' বলে পোস্টারও পড়েছে অথচ তাঁর কোন খোঁজ নেই। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন অর্জুন সিংকে নিয়ে নানান কটূক্তি-সহ নানাভাবে উত্যক্ত করার অভিযোগ ছিল এই পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে। সময় পরিবর্তন হতেই তিনি ময়দান ছেড়ে পালিয়েছেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। মানুষ তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এমনই মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিংকে।

এসআইআর নিয়ে ভ্রান্ত চিন্তা, কালনায় আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: প্রথমে ভোটার লিস্টে নাম ডিলিটেড, পরবর্তী সময় হেয়ারিং এরপর ভোটার কার্ডে নাম উঠে যাওয়া সত্ত্বেও, মনে ছিল তাঁর ভ্রান্ত ধারণা। সেই নিয়ে মাঝে মধ্যেই করতেন চিন্তা বলে অভিযোগ। এরপর বুধবার সকালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন এক মহিলা। মৃত ওই মহিলার নাম মনু বিবি। বাড়ি কালনা থানার অন্তর্গত কোম্পানিডাঙা এলাকায়। জানা গিয়েছে, এসআইআর-এর প্রথমে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যায় তাঁর। পরবর্তী সময়ে হেয়ারিংয়ে নাম ওঠে। ভোটও দেন এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। এরপরই শুরু বিপত্তি। ভোটার কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে বিএলও-র তরফ থেকে দেওয়া বুথ স্লিপটি তিনি কোনভাবে হারিয়ে ফেলেন। এরপর বিভিন্ন জায়গার খবর এবং এলাকাবাসীদের মুখে নানান রকম কথা শুনে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয় হয়তো এবার তাঁকে ওই স্লিপটি হারিয়ে ফেলার কারণে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। এই নিয়ে মেয়ের সঙ্গে চিন্তন তাঁর মনের চিন্তার কথাও মাঝে মধ্যে বলতেন। এরপর সেই চিন্তা থেকেই এই ঘটনা বলে অনুমান পরিবারের। এদিন সকালে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিজনেরা জানান, তিনি মিথ্যাই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বারণ করা সত্ত্বেও, তাঁর মনের চিন্তা কোনভাবেই কাটেনি। এর পরেই এই ঘটনা। বুধবার কালনা হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নতি লক্ষ্য

স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের দোগাছিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা আরও উন্নত ও পরিকাঠামোগত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগী হলেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকর ও সহজলভ্য করে তুলতে দোগাছিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন বিধায়ক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৈনক সোম, পঞ্চায়েত প্রধান অপর্ণা চ্যাটার্জি-সহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বৈঠকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা, রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, চিকিৎসা পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় জানান, এলাকার মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে আরও উন্নত হয়, সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখার নজরুল-শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মদিবসটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় নিজস্ব ভবনে। শহর বর্ধমানের লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও সংগীত শিল্পীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান হয়, কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী কবির জীবনি নিয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। সভাপতি ছিলেন সাহিত্য গবেষক বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি, নাট্যকার ড. দেবেশ ঠাকুর, সাহিত্যিক সঞ্জীব চক্রবর্তী, প্রণব মুখার্জি,সুজিৎ চক্রবর্তী, অশোক সরকার, নিতাই মুখার্জি, শিক্ষক মানব সরকার, সাহিত্য প্রেমী বরুন মজুমদার, আনোয়ার আলী, দেবনাথ মুখার্জি, সঞ্জয় মন্ডল, মুশারফ আজম, আব্দুল মজিদ, সঞ্চালনায় ছিলেন সুজিত চক্রবর্তী, সংগীত পরিবেশন করেন করবি ঘোষ, রুবি আজিম, প্রমুখরা। হয় কবিতা পাঠও। বহুজনের উপস্থিতিতে কবি নজরুলের জন্মদিনটি মহাসমারোহ পালিত হয়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

জোকা (আরবান) এবং হরিহরপুর (রুরাল) নতুন শাখার জন্য লিজে প্রেমিসেস এর জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক - জোকা (আরবান) এবং হরিহরপুর (রুরাল) কলকাতা শহরে অবস্থিত, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) পব ঠিকানায় ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় ন্যূনতম কার পার্কিং সুবিধা সহ ১০০ বর্গফুট মাপের এটিএম সহ শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৫ বছরের মেয়াদে লিজে অফিস প্রেমিসেস (নির্মিত/নির্মীয়মাণ) অধিকারী মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ২৮.০৫.২০২৬ বেলা ১০টা থেকে ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০.০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে জমা দিয়ে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৫.০৬.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার (ডিজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের জন্য গার্ডেন রিচ শাখা এবং গড়িয়া বাজার শাখায় লিজে প্রেমিসেস এর জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক - গার্ডেন রিচ (এম) শাখা গার্ডেনরিচ এলাকায় এবং গড়িয়া বাজার শাখা (আর) অবস্থিত গড়িয়া বাজার, কলকাতা শহর, জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পব ঠিকানায় ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় ন্যূনতম কার পার্কিং সুবিধা সহ ১০০ বর্গফুট মাপের এটিএম সহ শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৫ বছরের মেয়াদে লিজে অফিস প্রেমিসেস (নির্মিত/নির্মীয়মাণ) অধিকারী মলিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ২৮.০৫.২০২৬ থেকে ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০.০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে জমা দিয়ে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৫.০৬.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ১

---

adventz

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN : L36993WB1995PLC069510
রেজি.অফিস : হংকং হাউস, ৩১, বি বি ডি বাগ (দ.), কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৮৮৯১/৯২, ইমেল : corp@poddarheritage.com
ওয়েবসাইট : www.poddarheritage.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সেবি সার্কুলার এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (কোম্পানি) এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করছে যে, আবারও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সময়ে ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিলাইজেশন(ডিমাট) জন্য বিক্রি বা ক্রয় ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে পূর্বে বাতিল, ফেরত বা প্রক্রিয়াধীন হয়নি এমন অনুরোধগুলি সহ ব্যবস্থিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জন্য বিনিয়োগকারীগণ সেবি সার্কুলার https://tinyurl.com/449cbkam উপলব্ধ অনুযায়ী উল্লেখ করতে পারেন। অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে সকল অনুরোধ দাখিল করা হয়েছিল মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি), হস্তান্তর শেয়ার সম্পাদিত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে এবং সমুদয় আবশ্যক নথি সহ সেগুলিই বিশেষ ব্যবস্থায় উপযুক্ত বিবেচিত হবে। যে সকল সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত হবে সেগুলি কেবল ডিমাট আকারেই জমা হবে এবং তা এক বছরের জন্য লক-ইন মেয়াদ সাপেক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।
শেয়ারহোল্ডারগণ সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স জুয়ারিফিনসার্ভ লিমিটেড, এর সহিত রেজিস্টার্ড অফিস, প্লট নং ২, জামরুদপুর কমিউনিটি সেন্টার, কৈলাশ কলোনি এক্সটেনশন, নিউ দিল্লি- ১১০০৪৮, বা কর্পোরেট অফিস, এ-৩২, ২য়তল, মোহন কোঅপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মথুরা রোড, বাদারপুর, নিউ দিল্লি-১১০০৪৪ যোগাযোগ করতে পারেন।
যোগাযোগের নং (০১১) ৪৬৪৭ ৪০০০/৪৮৫১ ৩৩০০
ওয়েবসাইট : www.zuarimoney.com/ইমেল : zfl@adventz.zuarimoney.com

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২৭ মে ২০২৬ — অমিশা সিং
স্থান : কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
নিয়ামতপুর শাখা
স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতার প্রতি নিলাম বিজ্ঞপ্তি (স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হতে হবে)

রেফা নং NMP/BARD/AS/ADV/25-26/256 — তারিখ ০৫.০৫.২০২৬
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
শ্রীমতী তন্নু সরাইয়া
স্বামী পারভিন কুমার সরাইয়া
ঠিকানা : জয় নারায়ণ সরণি, বরাকর, কুলটি এম পো
বরাকর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৪
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় : আমাদের কাছে আপনার স্বর্ণ ঋণ এ/সি নং ৪২৩২৭৭৬১০০০০৫৭৩-এর স্বর্ণালঙ্কার/গহনা/মুদ্রার নিলাম।
অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ১,৯৯,০০০ টাকা, বর্তমান বকেয়া ব্যালেন্স ২,২৪,০২১ টাকা

আমরা আমাদের ০৬.০২.২০২৬ তারিখের পত্র নং NMP/BARD/AS/ADV/25-26/250-এর কথা উল্লেখ করছি, যেখানে আপনাকে আমাদের পত্র প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপনার গোল্ড লোন অ্যাকাউন্টে ২,২৪,০২১ টাকা (দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার একুশ টাকা) বকেয়া এবং অপরিশোধিত সুদ পরিশোধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।
আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত কোনো অর্থ ফেরত পাইনি। আমরা এতদ্বারা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনার দ্বারা সম্পাদিত ঋণ দলিলের শর্তাবলী অনুসারে ০২.০২.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর অধার্য সুদসহ ২,২৪,০২১ টাকা পরিশোধ করুন এবং নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আপনার সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করুন। অন্যথায়, আমাদের পাওনা আদায়ের জন্য আমরা ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/মুদ্রা নিলাম করতে বাধ্য হব।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি আপনি ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং ব্যাংক বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রা নিলাম করে, এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হয়, তবে আপনার কাছ থেকে অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য আমরা আদালতে আপনার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বা/-
সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক, নিয়ামতপুর শাখা

ব্যাংক অফ বরোদা Bank of Baroda

দাবি বিজ্ঞপ্তি

লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা
গ্রাম- লক্ষ্মীকান্তপুর, পোঃ- বিজয়গঞ্জ বাজার, থানা- মন্দির বাজার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন-৭৪৩৩৪৫, ইমেল আইডি: lakpar@bankofbaroda.com

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে নিম্নলিখিত **ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের** বিরুদ্ধে জারি করা দাবি বিজ্ঞপ্তি।

ক্র. নং	শাখা / নোটিশের তারিখ/অ্যাকা. নাম /এনপিএ তারিখ।	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সুবিধার প্রকৃতি ও প্রকার / সীমা / সুদের হার / বকেয়া পরিমাণ।	নিরাপত্তা চুক্তির সহ নিরাপত্তাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা / ১৩(২) নোটিশের তারিখ - ১৫.০৫.২০২৬ শ্রী সঞ্জয় সরদার / এনপিএ তারিখ - ০৪.০৪.২০২৬	**শ্রী সঞ্জয় সরদার,** প্রযত্নে বিশ্বনাথ সরদার, কামরাবাদ বয়েজ স্কুলের কাছে, কামরাবাদ নেতাজী পল্লী, রাজপুর সোনারপুর (এম), পোঃ সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫০.	**বরোদা হোমলোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৫১০০৬০০০০০৭০৭ সীমা: ২৬,৫৫,০০১.০০ লক্ষ সুদের হার- ৮.২০% বকেয়া পরিমাণ - ২৭,০২, ৫১৩.২০/- টাকা** (সাতাশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো তেরো টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) **১০.০৫.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী (**১০.০৫.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ তদুপরি আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।	১. লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা/ ১৩(২) অধীনে নোটিশ তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, শ্রী সঞ্জয় সর্দার/ এনপিএ তারিখ : ০৪.০৪.২০২৬। শ্রী সঞ্জয় সর্দার, প্রযত্নে বিশ্বনাথ সর্দার, কামরাবাদ বয়েজ স্কুল এর নিকট, কামরাবাদ নেতাজি পল্লি,রাজপুর সোনারপুর (এম), পো : সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১৫০। হোম লোন এ/সি নং ৪৫১০০৬০০০০০৭০৭, সীমা : ২৬,৫৫,০০১.০০ লাখ টাকা সুদের হার : ৮.২০ শতাংশ। বকেয়া পরিমাণ ২৭,০২,৫১৩.২০ টাকা (সাতাশ লাখ দুই হাজার পাঁচশো তেরো টাকা কুড়ি পয়সা)১০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী (১০.০৫.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক। ---সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি,** পরিমাপ আনুমানিক ৫৯২.৫৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং **৬৮১.৪০ বর্গফুট** কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলায় জি-৩তলা ভবনে এবং অংশত জি-২ তলা ভবনে নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ০৩ কাঠা ০৬ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা - সোনারপুর,জেএল নং ৩৯, আরএস নং ১৩, তৌজি নং ১০৯, অংশ হাল দাগ নং ১৫০২, সাবেক দাগ নং ১৫০২/ ২০৩৯, সাবেক খতিয়ান নং ২৬, হাল খতিয়ান নং ২৩৫, অংশ খতিয়ান নং ১১৫৫, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২, হোল্ডিং নং ২৪৬, এ পি নগর (পশ্চিম) , থানা : সোনারপুর, এডিএসআর সোনারপুর ডিএসআর আলপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সীমা পাঁচিল। দক্ষিণে : সীমা পাঁচিল। **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** সীমা পাঁচিল। **--ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** প্রবেশ পথ এবং সিঁড়ি। পশ্চিমে : খোলা জায়গায়।

আপনারা উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, যার সাথে উপরোক্ত শাখায় সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ যুক্ত রয়েছে। ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সারণীতে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য উক্ত আইনের অধীনে আপনাকে নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানো দাবির নোটিশটি অ-বিতরিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তা করতে ব্যর্থ হলে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর তফসিলের মধ্যে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা স্বার্থ কার্যকর করার অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ আইনি পদক্ষেপ শুরু করা সহ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ১৩-এর দিকে, যার শর্তাবলী অনুসারে, আমাদের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া আপনি উপরে অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনোটিই বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না (সাধারণ ব্যবসার প্রক্রিয়া ছাড়া)। আমরা আরও যোগ করতে চাই যে, উক্ত আইনের সেকশন ১৩(১৩)-এ থাকা উপরোক্ত বিধানটি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া আইনের সেকশন ২৯ অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা আরও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর দিকে, যার শর্তাবলী অনুসারে, পাবলিক নিলামের/কোটেশন আমন্ত্রণের/ টেন্ডারের/প্রাইভেট চুক্তির নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময় যদি আপনার দ্বারা ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা হয়, তবে আপনি সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত নোটিশ প্রকাশের পরে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধারের আপনার অধিকার আর উপলব্ধ থাকবে না।

তারিখ: ২৮.০৫.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: লক্ষ্মীকান্তপুর — **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজি. অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
(ফোন) : (০৩৩)২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.periatea.com
CIN: L01132WB1913PLC220832,

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড এর ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এর বিশেষ ব্যবস্থা

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করছে যে, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সময়ে ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিলাইজেশন(ডিমাট) জন্য বিক্রি বা ক্রয় ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে বাতিল, ফেরত বা প্রক্রিয়াধীন হয়নি এমন অনুরোধগুলি সহ ব্যবস্থিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সুবিধা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি), হস্তান্তর শেয়ার সম্পাদিত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে এবং সমুদয় আবশ্যক নথি সহ সেগুলিই বিশেষ ব্যবস্থায় উপযুক্ত বিবেচিত হবে। যে সকল সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত হবে সেগুলি কেবল ডিমাট আকারেই জমা হবে।
শেয়ারহোল্ডারগণ সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সূর্য্য, ৩৫, মেফ্লাওয়ার এভিনিউ, সেন্থিল নগর এর পিছনে, সৌরিপালায়াম রোড, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু, বা ইমেল : coimbatore@in.mpms.mufg.com যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লি. এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — সৌরভ সিংঘানিয়া
তারিখ : ২৭.০৫.২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
CIN L51909WB1995PLC071730
নিবন্ধিত অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ইমেল kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট www.lnbgroup.com

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড এর ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এর বিশেষ ব্যবস্থা

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করছে যে, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সময়ে ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিলাইজেশন(ডিমাট) জন্য বিক্রি বা ক্রয় ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে বাতিল, ফেরত বা প্রক্রিয়াধীন হয়নি এমন অনুরোধগুলি সহ ব্যবস্থিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সুবিধা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি), হস্তান্তর শেয়ার সম্পাদিত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে এবং সমুদয় আবশ্যক নথি সহ সেগুলিই বিশেষ ব্যবস্থায় উপযুক্ত বিবেচিত হবে। যে সকল সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত হবে সেগুলি কেবল ডিমাট আকারেই জমা হবে।
শেয়ারহোল্ডারগণ সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল আইডি : contact@mdplcorporate.com যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — প্রদীপ কুমার ওঝা
তারিখ : ২৭.০৫.২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি

ফর্ম জি
অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ ''অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ'' কার্যাদি পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড PAN NO : AADCB2957M CIN : U34105WB2007PTC120650
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ইউনিট নং ৭০৯, ৮মতল, মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, বিধাননগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক,পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, ৭০০০৯১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	attivoeconomic.sipl@gmail.com
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রদত্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ এর শেষ প্রাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জানা নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্য, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ আরপি নিকট ইমেলের attivoeconomic.sipl@gmail.com মাধ্যমে জানা যাবে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	আরপি নিকট attivoeconomic.sipl@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে জানা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	শনিবার, ২৭ জুন ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	মঙ্গলবার ৭ জুলাই ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	রবিবার ১২ জুলাই ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	সোমবার ২৭ জুলাই ২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট ২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	attivoeconomic.sipl@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	জানা নেই

শ্রী অনুপ কুমার সিং
প্রস্তাব পেশাদার
অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
এএফএ বৈধ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড,
তারিখ ও স্থান : ২৮ মে, ২০২৬, কলকাতা — কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

TATA

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
রিজিওনাল অফিস ঠিকানা : ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আর/ডব্লিউ রুল ৯(১) এর অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) আর/ডব্লিউ বিধি ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

লোন অ্যাকাউন্ট নং পুষ্পিতা হেলথকেয়ার প্রা. লি. || টিসিএফএলএ০৫৪০০০০০১২১৪০৮৭৮

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **টাটা ক্যাপিটাল লি.** (টিসিএল) একটি নন-ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানি এবং এটি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধান অনুসারে নিবন্ধিত। এর নিবন্ধিত কার্যালয় পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, টাওয়ার এ, ১২তম তল, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০০১৩-তে এবং এর একটি আঞ্চলিক কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গের সল্ট লেকের সেক্টর ৫ , থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, ১২তম তল, কলকাতা -৭০০৯১-তে অবস্থিত (''শাখা'')। ২৪.১১.২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে, ন্যাশনাল ল কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল, মুম্বাই বেঞ্চ, হস্তান্তরকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) -এর মধ্যে একীভূতকরণের স্কিমটি অনুমোদন করেছে। উক্ত স্কিমে আরও বিশদভাবে বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, দায়, চুক্তি, সমঝোতা, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি সহ এই একীভূতকরণ কার্যকর হবে ১ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে। উপরোক্ত কোম্পানিটি এখন থেকে ''টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড''(টিসিএল) নামে পরিচিত হবে। উক্ত আদেশ এবং স্কিম অনুসারে, টিসিএফএসএল কর্তৃক সম্পাদিত সমস্ত ফেসিলিটি ডকুমেন্ট এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত বকেয়া টিসিএল-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এর ফলে টিসিএল উক্ত শর্তানুযায়ী ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের কাছ থেকে তা দাবি করার অধিকারী।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এবং বিশেষভাবে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা/টিসিএল)-এর কাছে বন্ধককৃত নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিটি, যার ভৌত দখল টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা আগামী **১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'' এবং ''যেমন আছে যা আছে এবং যা কিছু আছে ও কোনো প্রতিকার ছাড়া''** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

যেহেতু সুরক্ষিত ঋণ আদায়ের জন্য সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয় করা হবে এবং যেহেতু ধারা ১৩(২) এর অধীনে **২১-১০-২০২৪ তারিখের নোটিশ অনুসারে দাবিকৃত ৩০,০৮,১৩৩ টাকা (ত্রিশ লক্ষ আট হাজার একশত তেত্রিশ টাকা) ১৮.১০.২০২৪ তারিখে বকেয়া ছিল, পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ লোন অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542-এ ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে, অর্থাৎ, ১) মেসার্স পুষ্পিতা হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) তার ডিরেক্টরগণ মাধ্যমে:** ১০/১ (উ), ১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর, পো.: রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা, ল্যান্ডমার্ক -মিলন সমিতি ক্লাব, পরগনা উত্তর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শুভজিৎ সেন (সহ ঋণগ্রহীতা)** পিতা সমীর সেন, ১০/১ (উ), ১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর, পো.: রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা, ল্যান্ডমার্ক -মিলন সমিতি ক্লাব, পরগনা উত্তর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, **৩) পার্থনা সরকার (সহ ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শুভজিৎ সেন : ১০/১ (উ), ১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর, পো.: রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা, ল্যান্ডমার্ক -মিলন সমিতি ক্লাব, পরগনা উত্তর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, **৪) সমীর সেন (সহ ঋণগ্রহীতা)** পিতা শৈলেন্দ্র নাথ সেন : ১০/১ (উ), ১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর, পো.: রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা, ল্যান্ডমার্ক -মিলন সমিতি ক্লাব, পরগনা উত্তর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, **৫) শিপ্রা সেন (সহ ঋণগ্রহীতা) :** ১০/১ (উ), ১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর, পো .: রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা, ল্যান্ডমার্ক -মিলন সমিতি ক্লাব, পরগনা উত্তর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, **৬) দেবজিৎ সেন (সহ ঋণগ্রহীতা)** ১০/১ (উ), ১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর, পো.: রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা, ল্যান্ডমার্ক -মিলন সমিতি ক্লাব, পরগনা উত্তর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, আরও ঠিকানা : ৩৪, এম পি সরণি ভিটিসি, উত্তর দমদম (এম), নিমতা উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা- ৭০০০৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৪সি এবং ৪ডি, ৫মতল, অ্যামেভা এনক্লেভ, ৬০৩, শরৎ বোস রোড, থানা : দমদম, দম দম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫,পশ্চিমবঙ্গ, আরও ঠিকানা : পুরসভা হোল্ডিং নং ১৩৪ এম পি সরণি (দলিল অনুযায়ী), ১৩৪/১ এবং ১৩৪/২, এম পি সরণি (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১ উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, মৌজা- উত্তর নিমতা, থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৪৯।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, বিক্রির কোনও স্থগিত/ধারাবাহিকতাহীনতার ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি **১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে** টিসিএল কর্তৃক রিজিওনাল অফিস - **১২শতমতল, থানা : সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর -৫, সল্ট লেক, কলকাতা- ৭০০০৯১** ঠিকানা সংশ্লিষ্ট তারিখে **বেলা ২ টায়** ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

সম্পত্তিটি ক্রয়ের জন্য আগ্রহপত্র সম্বলিত সীলমোহর করা খাম এবং ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফট **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড**-এর অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে **১৫ জুলাই ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫টার** মধ্যে জমা দিতে হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন কার্যকরী/স্বত্ব	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা ইএমডি (টা.)
তপশিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৪০০ বর্গফুট অংশ এলআর দাগ নং ২৫৪৫/৩৭৫৮ এবং ২৫৪৫/৩৭৭৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬৪৯, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ৬৩/১৬৩/১৭২, মৌজা -উত্তর নিমতা , থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৩৪, এম পি সরণি (দলিল অনুযায়ী) এবং ১৩৪/১ এবং ১৩৪/২, এম পি সরণি (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১ উত্তর দমদম পুরসভা অধীন।	**স্বত্ব দখলীকৃত**	৪১,৯১,০০০ টাকা (একচল্লিশ লাখ একানব্বই হাজার টাকা)	৪,১৯,১০০ টাকা (চার লাখ উনিশ হাজার একশো টাকা)

যে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য তোলা হবে তার বিবরণ তফসিলের মধ্যে রয়েছে।
উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির ভিতরে এবং এর মধ্যে থাকা কোনো অস্থাবর জিনিসপত্র/গৃহস্থালীর সামগ্রী, যদি থাকে, নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে বর্ণিত না হওয়া পর্যন্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ হবে না। যদি পূর্বোক্ত প্রদেয় অর্থ, সুদ এবং খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) 'অনুমোদিত কর্মকর্তা'-র কাছে জমা দেওয়া হয় অথবা তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী এই মর্মে প্রমাণ দেওয়া হয় যে, উক্ত সুরক্ষিত দেনা, সুদ এবং খরচের পরিমাণ পরিশোধ করা হয়েছে, তাহলে বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিক্রয়ের সময়, জনসাধারণকে সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে, এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তি, বিক্রিত সম্পত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো স্বত্বের জন্য দর দিতে, তা অর্জন করতে বা অর্জন করার চেষ্টা করতে পারবেন না। এই বিক্রয়টি সারফেইসি আইন, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামটি **https//BidDeal.in** পোর্টালের মাধ্যমে **১৬ জুলাই ২০২৬ দুপুর ২টা থেকে ৩টার মধ্যে** অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিবার ১০ মিনিটের অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় বাড়ানো যাবে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য জমা দেওয়া সমস্ত বিডের সাথে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি হিসেবে কলকাতায় প্রদেয় ''টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড''-এর অনুকূলে একটি ডিমান্ড ড্রাফট জমা দিতে হবে। **সম্পত্তি ২ জুলাই ২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে ৩টার মধ্যে** পরিদর্শন করা যাবে।
টিসিএল-এর জ্ঞাত কোনো দায়বদ্ধতার বিবরণ, যার জন্য সম্পত্তিটি দায়ী **এস.এ/৩০৭/২০২৫, ডিআরটি-৩, কলকাতায়** বিচারাধীন।
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতারা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর সাথে মোবাইল নং +৯১-৮৬৯১০০৫২৩৮ / অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী সাহেব মজুমদার; ইমেল আইডি saheb.majumder@tatacapital.com এবং মোবাইল নং +৯১-৯০৫১২৮৭৫৫৫-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ http//www.tatacapital.com/content/dam/tatacapital/pdf/e-auction/tcfsl/01st-E-Auction-Newspaper-Publication-TCFLA0540000012140878- Pushpita-Healthcare-Pvt%20Ltd.pdf

স্থান - কলকাতা — **স্বা/-**
তারিখ - ২৮.০৫.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড**

---

punjab national bank

এআরএমবি, মুম্বই সিটি
ইউ.বি.আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	পিএনবি এআরএমবি মুম্বই সিটি, শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী, ঠিকানা : ১১০১, অরুন্ধতী সিএইচএসএল, প্লট নং ৩৫, সিটিএস ৩৬৬/২১, স্বস্তিক পার্ক, চেম্বুর, মুম্বই - ৪০০০৭১। আরও ঠিকানা : ২য়তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর বি, মৌজা- ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা -যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৫	২য়তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর বি, মৌজা -ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা -যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৫ (বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত সমুদয় ২য়তল পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ঢাকা ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট জি-২ তলা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টে)	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক গ) ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০ টাকা, খ) ১০,১২,৯০০ টাকা (১৬.০৬.২০২৬ (বেলা ১১ টা) পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০ টাকা	১৬.০৬.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ০৪ টা পর্যন্ত।	জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
২. সম্পত্তিগুলি ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, রিজভান আলী - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬
৭. কলকাতায় আমাদের সহায়ক সংস্থা ''নির্ঝর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'' মোবাইল নম্বর ৯৮৩১৬৮৪৪৪৪
৮. উপরোক্ত যেকোনো আইপি'র জন্য দরদাতা দরপত্র জমা দিতে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করতে পারবেন।
দ্রষ্টব্য : কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপি'র যেকোনো আইনগত সংস্থার পাওনা আইপি'র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনো প্রকার পাওনা বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

স্বা/-
তারিখ : ২৮.০৫.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটিতে বৈঠকে বিধায়ক শীতল কপাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: বুধবার ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালে রোগী কল্যাণ সমিতির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট। হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পায় ব্লাড ব্যাংকের সমস্যা, হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনের পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং টয়লেট পরিষেবার উন্নয়ন। এছাড়াও রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কীভাবে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া যায়, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। গরমের সময়ে রোগীদের স্বস্তি দিতে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এসি বা কুলার বসানোর বিষয়েও আলোচনা করা হয়। হাসপাতালকে আরও আধুনিক ও উন্নত পরিষেবা সম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও ধারাবাহিকভাবে কাজ করার আশ্বাস দেওয়া দেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার, ঘাটালের মহকুমা শাসক, ঘাটাল থানার ওসি-সহ রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা।

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫,
সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৬৬৮৭.৮৪	২৪০৪২.৬১	৬৫৪৭.৩৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	৪৮১.৩৪	১০৯১.৭০	৪২৫.৪৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	৩৬১.৪৪	৮১৮.৪১	৩১৬.০৯
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৩৭৬.৯৩	৮৩৩.৯০	৩১১.০৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
পূর্ব বর্ষের ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	৯,২১৩.৬৯	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	১১.৮৯	২৬.৯১	১০.৪০
মিশ্রিত :	১১.৮৯	২৬.৯১	১০.৪০

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ২৭.০৫.২০২৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
৩. চলতি মেয়াদের আর্থিক বিবরণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী মেয়াদের পরিসংখ্যানসমূহকে পুনর্দলভুক্ত এবং পুনর্সাজজিত করা হয়েছে।
৪. আর্থিক ফলাফল এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের স্বাধীন নিরীক্ষক প্রতিবেদন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.acknitindia.com/i/financial-information)-এ পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00128999

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৫.২০২৬

MINOLTA FINANCE LIMITED

Registered Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata, West Bengal, India, 700157.
CIN: L65921WB1993PLC057502 | **Email Id:** minoltafinance@gmail.com | **Website:** www.mintola.co.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹ In Lacs)

Sr. No.	Particulars	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		As on 31.12.2026	As on 31.12.2025	As on 31.03.2025	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operation	538.44	455.77	33.88	1,196.92	101.88
2.	Total Expenses	558.31	300.45	37.76	1,401.97	100.40
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	(19.87)	155.32	(3.88)	(205.04)	1.48
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(6.51)	244.07	(4.14)	(142.81)	1.22
5.	Paid-up Equity Share Capital (Face value 1/- each)	999.958	999.96	999.96	999.96	999.96
	Basic & Diluted	(0.01)	0.24	(0.00)	(0.14)	0.00

Notes:
1. The above audited Financial Results along with limited review have been reviewed by the Audit Committee thereafter approved and record by Board of Directors at their meeting held on 26.05.2026.
2. As required under clause 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors of the Company have carried out of financial result for the Financial Result year ended March 31, 2026.
3. The Company has adopted Indian Accounting Standard (Ind AS) for the financial year commencing from 1st April 2019 and above results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and read with relevant rule made thereunder.
4. The Figures of quarter ended March 31, 2026 and March 31,2025 are the balancing figures between the full year ended andnine month ended for comparative year respectively.

The full format is also available on the website of the company i.e. www.mintola.co.in and BSE's and CSE's Website i.e.https://www.bseindia.com and www.cse-india.com.

MINOLTA FINANCE LIMITED
Sd/-
Arvind J. Gala
Director
DIN: 02392119

Place: Mumbai
Date : 26th May, 2026

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L74999WB1919PLC003516
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪৮০.৩৩	৪,৪৭৩.৩৭	১,০২৪.৯৯	৪৯৬.৭৯	১,৫২৯.২৫	১,০৪৩.৫৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	৩৮৭.৭৩	৪,০৩৯.৩৫	৬৯৫.২২	৩৯৫.৩৪	৪,০৭২.০০	৭১১.৪৭
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৩৮৭.৭৩	৫২,০৮৬.৫১	৬৯৫.২২	৩৯৫.৩৪	৫২,১১৯.১৬	৭১১.৪৭
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৩০৯.০৫	৪৫,৫১৫.৮৯	৬২৩.০৪	৩০৪.৬৭	৪৫,৫৩১.৬০	৬৩৪.৭২
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(৯০৮.০৪)	৪৫,০৬৫.৩৮	(৬৩.২৯)	(৯৩০.২৮)	৪৫,১৫২.৯৪	২১৮.১৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	৪০.০৬	৫,৯০০.২০	৮০.৭৬	৩৯.৪৯	৫,৯০২.২৪	৮২.২৮
	মিশ্রিত (টা.)	৪০.০৬	৫,৯০০.২০	৮০.৭৬	৩৯.৪৯	৫,৯০২.২৪	৮২.২৮

দ্রষ্টব্য :
১ উপরে উল্লিখিত তথ্যটি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") -এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের একটি অংশ।
২ কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এর শর্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং তাদের একই তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটি অপরিবর্তিত মতামত দিয়েছেন।
৩ সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.alfredherbert.co.in) পাওয়া যাবে এবং নীচে উপলব্ধ দ্রুত প্রতিক্রিয়া কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
৪ একত্রিত আর্থিক ফলাফলে নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলির ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
ক. হারবার্ট হোল্ডিংস লিমিটেড
খ. অ্যালফ্রেড হারবার্ট লিমিটেড
৫ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি শেয়ার ১০ টাকা (প্রতি ইকুইটি শেয়ার ২০ টাকা) অভিহিত মূল্যের ২০০% হারে লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা কোম্পানির আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে।
৬ ৩১ মার্চ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান, যা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষ, যা কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার আওতায় ছিল।
৭ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যান বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃশ্রেণীভুক্ত/পুনর্গঠন করা হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭ মে, ২০২৬

চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়ক সুকান্ত দোলুই

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করে স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শৌচাগার পরিষেবা এবং রোগীদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদান নিয়ে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। বৈঠকে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কীভাবে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিদর্শনের সময় বিধায়ক বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাসও দেন। রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা-২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও বিকাশ কুমার বিজলি, চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ স্বপনীল মিস্ত্রি, বিধায়ক সুকান্ত দোলুই-সহ রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা।

উত্তরপাড়ায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের বিজয় উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২২ বছর পর কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আইএসএল ট্রফি জিতল। আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভেসে উঠল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। তাঁরা একদম অবিকল ফুটবলের আকৃতিতে বড় কেক কেটে বিজয় উৎসব পালন করলেন হুগলির উত্তরপাড়ার কাঁঠালবাগান বাজারে। উপস্থিত ছিলেন কয়েকশো ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। সেই সমর্থকদের মধ্যে হাজির ছিলেন কচিকাঁচা থেকে শুধু করে প্রবীণরাও। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন খেলোয়াড়রাও। বক্স বাজিয়ে সুদৃশ্য লাল-হলুদ বেলুন দিয়ে সাজিয়ে বড় ইস্টবেঙ্গলের পতাকা দিয়ে সাজানো হয় এলাকা। কেক কাটার সময়ে সমর্থকরা ইস্টবেঙ্গলের নামে বারে বারে স্লোগান তোলেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা পাপাই চন্দ্র বলেন, '২২ বছর পর ইস্টবেঙ্গল আইএসএল ট্রফি জিতেছে, আমরা তাই কেক কেটে বিজয় উৎসব পালন করলাম। আগামী দিনেও আমরা জিতব আশা করি। নতুন প্রজন্মরা ভালো ফুটবল খেলবে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ধরে রাখবে।'

সিউড়িতে সামার থিয়েটার ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: শেষ হল সামার থিয়েটার ক্যাম্প। সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থার উদ্যোগে রামকৃষ্ণ সভাগৃহে সামার থিয়েটার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে মে থেকে চলা তিন দিনব্যাপী গ্রীষ্মকালীন নাট্য ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী। সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের পঞ্চম পর্বে এই নাট্য ক্যাম্পে সুব্রত ঘটক, পার্থসারথী দাস, নির্মল হাজরা, সুখদেব কাহার, বামদেব মুখোপাধ্যায়, খোকন মণ্ডল প্রমুখেরা নাটকের বিভিন্ন কলাকৌশল বাচনভঙ্গি অভিনয় নিয়ে আলোচনা করেন। হাতে কলমে শেখান ওয়াকশপের ছাত্রছাত্রীদের।

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড

সিআইএন: U15100WB2012PLC171600
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭ম তল, ডি২/২, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ০৩৩ ৩৫২২২৪২২ ই-মেইল: info@regaal.in ওয়েবসাইট: www.regaalresources.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(শেয়ার প্রতি আয় ছাড়া অন্য সব তথ্য মিলিয়নে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১ মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত (উল্লেখ্য নোট ৬)	৩১ ডিসে.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত (উল্লেখ্য নোট ৫)	৩১ মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	২,৪৪৬.০৮	৩,২২৯.৭০	২,৫৮৫.৩৮	১১,৩৪১.৭০	৯,১৫১.৬১
২.	অন্যান্য আয়	২.২৩	২.৬১	১৪.৪৯	১১.৯৫	২৪.১৫
৩.	**মোট আয় (১+২)**	**২,৪৪৯.৩১**	**৩,২৩৩.৩১**	**২,৫৯৯.৮৭**	**১১,৩৫৩.৬৫**	**৯,১৭৫.৭৬**
৪.	**খরচসমূহ**					
	(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	১,১২৭.৭৯	১,৩০১.৬৯	১,৫৫৩.৭২	৫,০৫৮.৩৮	৫,৩০৮.৮৫
	(খ) বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্যের ক্রয়	১৩৩.৫৯	১,৪২৭.৯৫	৪৩৪.২৩	৩,০৬০.৮৩	১,৪০০.৪৯
	(গ) প্রস্তুত পণ্য, বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্য এবং প্রক্রিয়াধীন কাজের মজুত (ইনভেন্টরি)-এর পরিবর্তন	৪৩৫.৩৭	(৩০৪.৮২)	(২৪.০৬)	২৬৪.৮৪	(৬৩.৩৩)
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধা খরচ	৬২.৭৭	৮০.৪২	৬৬.৩৯	২৯০.২৪	২৪৬.৪৪
	(ঙ) অর্থায়ন খরচ	৬৩.৫১	৬৮.৭৫	১০০.০২	৩০৯.৩৪	৩৭৩.৫০
	(চ) অবচয় এবং বিলোপন খরচ	৩৮.৮৬	৩৯.৬৮	৩৮.৮২	১৫৭.৭৮	১৪০.৫৬
	(ছ) অন্যান্য খরচ	৩৬১.৪৫	৩৭৮.৯৪	২৮৪.৭৩	১,৪০১.৭৬	১,১৩১.২৬
	মোট খরচ	**২,২২৩.৩৪**	**২,৯৯২.৬১**	**২,৪৫৩.৮৫**	**১০,৫৪৩.১৭**	**৮,৫৩৭.৭৭**
৫.	**ব্যতিক্রমী দফা এবং করের আগে লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)**	**২২৫.৯৭**	**২৪০.৭০**	**১৪৬.০২**	**৮১০.৪৮**	**৬৩৭.৯৯**
৬.	**ব্যতিক্রমী দফা (উল্লেখ্য নোট - ৭)**	-	**৬৬.৫৭**	-	**৬৬.৫৭**	-
৭.	**করের আগে লাভ/(ক্ষতি) (৫-৬)**	**২২৫.৯৭**	**১৭৪.১৩**	**১৪৬.০২**	**৭৪৩.৯১**	**৬৩৭.৯৯**
৮.	**কর খরচসমূহ**					
	(ক) চলতি কর	৪৮.২৫	৩০.৬৫	১৮.৬০	১৪১.৯৬	১০৬.৬০
	(খ) স্থগিত কর	১২.৩৭	১১.০২	১৫.৬১	৪৬.৩৫	৫৪.৭১
	মোট কর খরচ	**৬০.৬২**	**৪১.৬৭**	**৩৪.২১**	**১৮৮.৩১**	**১৬১.৩১**
৯.	**নির্দিষ্ট সময় / বছরের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (৭-৮)**	**১৬৫.৩৫**	**১৩২.৪৬**	**১১১.৮১**	**৫৫৫.৬০**	**৪৭৬.৬৮**
১০.	অন্যান্য ব্যাপক আয়					
	যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না					
	নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনার পুনঃপরিমাপ	২.৫৯	১.৬২	০.৯৮	৫.৯১	২.১১
	উপরোক্তের সাথে সম্পর্কিত আয়কর	(০.৬৫)	(০.৪১)	(০.২৫)	(১.৪৯)	(০.৫৩)
	অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর-পরবর্তী নিট)	**১.৯৪**	**১.২১**	**০.৭৩**	**৪.৪২**	**১.৫৮**
১১.	**নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (৯+১০)**	**১৬৭.২৯**	**১৩৩.৬৭**	**১১২.৫৪**	**৫৬০.০২**	**৪৭৮.২৬**
১২.	**পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ৫ টাকা)**	**৫১৩.৬২**	**৫১৩.৬২**	**৪১০.৬৮**	**৫১৩.৬২**	**৪১০.৬৮**
১৩.	**অন্যান্য ইক্যুইটি**				**৪,৩৮০.৬৮**	**২,০২৪.৪০**
১৪.	**প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (টাকায়) - (বার্ষিকীকরণ করা হয়নি)**					
	(ক) মৌলিক	১.৬৩	১.২৭	১.৩৫	৫.৮৬	৬.০৫
	(খ) মিশ্রিত	১.৬২	১.২৬	১.৩৪	৫.৮১	৬.০৩

দ্রষ্টব্য :
১ কোম্পানির উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) এবং তৎসহ পঠিত প্রাসঙ্গিক বিধিমালা ও ভারতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য অন্যান্য হিসাববিজ্ঞান নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে এসইবিআই দ্বারা জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসহ লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ -এর উপস্থাপনা ও প্রকাশের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা হয়েছে।
২ উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৭ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩ কোম্পানিটি মূলত 'ভুট্টার শ্বেতসার ও এর উপজাত দ্রব্য' উৎপাদন এবং ভুট্টা ব্যবসার সাথে জড়িত। কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ (সংশোধিত) -এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস ১০৮ "অপারেটিং সেগমেন্টস" অনুযায়ী কোনো পৃথক রিপোর্টিং সেগমেন্ট নেই।
৪ ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরে কোম্পানিটি তার ইনিশিয়াল পাবলিক অফার (আইপিও) সম্পন্ন করেছে, যার অধীনে প্রতিটি ৫ টাকা অভিহিত মূল্যের ২৯,৯৯৯,৫২০টি ইকুইটি শেয়ার প্রতি শেয়ার ১০২ টাকা ইস্যু মূল্যে (প্রতি শেয়ার ৯৭ টাকা শেয়ার প্রিমিয়াম সহ) বরাদ্দ করা হয়েছে। কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলো ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (বিএসই) -এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই ইস্যুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ২,০৯৯.৯৩ মিলিয়ন টাকার ২০,৫৮৭,৫২০টি নতুন ইকুইটি শেয়ার ইস্যু এবং বিক্রয়কারী শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ৯৬০.০২ মিলিয়ন টাকার ৯,৪১২,০০০টি ইকুইটি শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব।
৫ ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো হলো সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত নয় মাসের মেয়াদের অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যকার অবশিষ্ট পরিসংখ্যান।
৬ ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো হলো সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছর-থেকে-চলতি তারিখের পরিসংখ্যানের মধ্যকার ব্যালেন্সিং ফিগার (অবশিষ্ট পরিসংখ্যান), যা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার অধীন ছিল।
৭ কোম্পানিটি বিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন পলিসি, ২০১৬/২০১১ (রাজ্য সরকার নীতি) -এর অধীনে পণ্য বিক্রয়ের ওপর এপ্রিল ২০১৯ থেকে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স ভর্তুকির (এসজিএসটি রিইমবার্সমেন্ট) প্রতিপূর্তি হিসেবে ভর্তুকি দাবি/গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে এমন কিছু পরিবেশকদের কাছে সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা এপ্রিল ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে কোম্পানির সরবরাহের ওপর দাবিকৃত এসজিএসটি ক্রেডিটের সুবিধা নিয়ে পরবর্তী আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ে আইজিএসটি পরিশোধ করেছেন বলে জানা গেছে। এটি শিল্প বিভাগ দ্বারা জারিকৃত ২০.০১.২০২০ তারিখের রেজোলিউশন নং ১০৮ -এর পরিপন্থী (যা চলতি বছরে উক্ত বিভাগ কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে) এবং এর ফলে এই অর্থ ফেরতযোগ্য/বিপরীতকরণযোগ্য। তবে, বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট কিছু পরিবেশকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী, আইজিএসটি দায় মেটাতে এসজিএসটি ক্রেডিট ব্যবহার না করার মাধ্যমে চুক্তির ধারা লঙ্ঘনের কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবেশকদের কাছ থেকে ১০৪.৬৪ মিলিয়ন টাকা আদায়যোগ্য/আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৬.৫৭ মিলিয়ন টাকার জন্য চলতি বছরে সংস্থান করা হয়েছে, যা এই আর্থিক ফলাফলে 'ব্যতিক্রমী দফা' হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত উক্ত বিভাগ থেকে কোনো দাবি পাওয়া যায়নি, তবুও দূরদর্শিতার নীতি বজায় রেখে উপরোক্ত হিসাবরক্ষণ করা হয়েছে। তদনুসারে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, আর্থিক ফলাফলের ওপর আর কোনো সম্ভাব্য প্রভাব বস্তুগত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
৮ ভারত সরকার ২১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে নতুন শ্রম কোড কার্যকর করেছে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে খসড়া বিধিমালা ও প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী জারি করেছে। কোম্পানি নতুন শ্রম কোডের প্রভাব মূল্যায়ন করেছে এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য অ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মোট ৪.২২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর পর কেন্দ্র/রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত বিধিমালার প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক মেয়াদে উপযুক্ত হিসাবরক্ষণ প্রভাব বিবেচনা করবে।
৯ পরিচালনা পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ৫ টাকা অভিহিত মূল্যের ইকুইটি শেয়ারের ওপর ০.২৫/- টাকা (@৫%) লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে (যা আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষ)।
১০ কোম্পানিটি ২৬ মে, ২০২৬ থেকে বিহারের কিষাণগঞ্জে অবস্থিত তার কারখানায় দৈনিক ৮২৫ মেট্রিক টন (টিপিডি) থেকে ১,৬৫০ মেট্রিক টন (টিপিডি)-এ বর্ধিত ক্রাশিং ক্ষমতা সফলভাবে চালু করেছে। পাশাপাশি ১৮০ টিপিডি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন লিকুইড গ্লুকোজ ("এলজি") উৎপাদন কেন্দ্র, ৫০ টিপিডি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন মল্টোডেক্সট্রিন পাউডার ("এমডিপি") উৎপাদন কেন্দ্র এবং নিজস্ব কো-জেনারেশন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ৭.১ মেগাওয়াট (এমডব্লু) থেকে বাড়িয়ে ১৫.৮ মেগাওয়াট (এমডব্লু)-এ উন্নীত করেছে।
১১ সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং নগদ প্রবাহের বিবরণী -এর সাথে সংযুক্ত করা হল।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের আদেশানুসারে
রেগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
অনিল কিশোরপুরিয়া
(চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00724328

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৫.২০২৬

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

KESORAM
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

৩১ মার্চ, ২০২৬-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹ / লক্ষ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ পূর্ব বর্ষ ৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
	চলতি কার্যক্রম										
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৪২৫.৩৭	৩,৩৬০.২৩	৯০০.২৩	৫,০৭৩.১৯	২৩৮১.২৩	৭,২৭২.৯৬	৯,৮৮১.৩৫	৮,৪৩৫.৩৩	৩০,৩৩৩.৬৩	২৭,৯৩৪.০৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	২২৭.১৫	৩,০০৪.৪১	(২,৯৮৭.১৫)	৩,৫২০.২৭	(৩,৪৭০.০৫)	(১,৭০২.৭৯)	৬০১.৯২	(২,৯০৩.০৯)	(৪,৬৪৯.৭৭)	(৯,১০৫.৪০)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	২২৭.১৫	৩,০০৪.৪১	(১৫,৬১২.১৫)	(২০,৬৯৫.২২)	(২২,৪৭০.০৫)	৩,১০৬.৫৩	৬০১.৯২	(২,৯০৩.০৯)	(৮,৮২১.৮৮)	(৯,১০৫.৪০)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	২২৭.১৫	৩,০০৪.৪১	(১৪,৯৪০.১৫)	(২০,৬৮৬.৫৮)	(২২,৪১১.৯৩)	৩,১০৬.৫৩	৬০১.৯২	(২,২৩১.০৯)	(৮,৮১৩.২৪)	(১১,০৪৭.২৮)
	অচলতি কার্যক্রম										
৫	ডিমার্জার থেকে লাভ / বন্ধ হওয়া কার্যক্রম থেকে (ক্ষতি) (*)	-	-	৫,৭৮,৭৯৩.৪৪	-	৫,৬৭,৫৬৩.৪৪	-	-	৫,৭৮,৭৯৩.৪৪	-	৫,৬৭,৫৬৩.৪৪
৬	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(১,০০৪.৪৭)	৩,০০৩.১৪	৫,৬৩,৩৫৬.৪৭	(১৯,৯৯৩.০৬)	৫,৪৩,১২৪.২৯	১,৭২৯.১৩	৬৭১.১১	৫,৭৫,৬১০.৫০	(৮,১৪১.৩৫)	৫,৫৬,০৩৩.৯১
৭	চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	২,৪২৮.৯৮	২৩,৪২২.০৪	-	-	-	৫,৯৩৬.৪৮	১৪,০৭৭.৮৩
৯	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫	১,২৫,৯৬৮.২৫
১০	নিট মূল্য	৩৪,১৮৮.২২	৩৫,১৯২.৮৪	৫৪,১৮০.৮৪	৩৪,১৮৮.২২	৫৪,১৮০.৮৪	৩১,৭৭০.৯০	৩০,৮১৮.০৫	৪০,৬৮৭.০৫	৩১,৭৭০.৯০	৪০,৬৮৭.০৫
১১	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) -										
ক)	**চলতি কার্যক্রম :** - মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	০.০৭	০.৯৭	(৪.৮১)	(৬.৬৬)	(৭.৮৬)	১.০০	০.১৯	(০.৭২)	(২.৮৪)	(৩.৫৬)
খ)	**অচলতি কার্যক্রম :** - মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	-	-	১৮৬.৩১	-	১৮২.৭০	-	-	১৮৬.৩১	-	১৮২.৭০
গ)	**চলতি এবং অচলতি কার্যক্রম :** - মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	০.০৭	০.৯৭	১৮১.৫০	(৬.৬৬)	১৭৪.৮৪	১.০০	০.১৯	১৮৫.৫৯	(২.৮৪)	১৭৯.১৫

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com-তে পাওয়া যাবে।
খ) পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ২৭ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

বোর্ডের আদেশক্রমে
পি. রাধাকৃষ্ণাণ
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও
DIN : 08284551

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭ মে, ২০২৬

CIN: L17119WB1919PLC003429 | ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121
ই-মেল : corporate@kesoram.com | ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

পিনারাই বিজয়নের বাড়ি তল্লাশি, আক্রান্ত হল ইডি

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ মে: সন্দেশখালি কাণ্ডের ছায়া তিরুঅনন্তপুরমে। কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে বুধবার হামলার শিকার হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তদন্তকারী দল। ইডি অফিসারদের গাড়ি ঘিরে উত্তেজিত সিপিএম কর্মীরা ভাঙচুর করেছেন, পাথর ও জলের বোতল ছুড়েছেন বলে অভিযোগ। এ সংক্রান্ত একাধিক ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, 'কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড' (সিএমআরএল) সংক্রান্ত এক দুর্নীতি মামলার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি। ওই মামলায় নাম জড়িয়েছে বিজয়নের কন্যা বীণা। বীণার স্বামী মহম্মদ রিয়াজ সিপিএমের নেতা তথা কেরলের পূর্বতন বামজোটের সরকারের পূর্তমন্ত্রী। শুধু বিজয়নের বাড়ি নয়, এই মামলায় কেরল জুড়ে আরও ন'জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি। এর মধ্যে কান্নুর জেলায় বিজয়নের পারিবারিক বাড়িও রয়েছে।

বিজয়ন কেরলের রাজধানী তিরুঅনন্তপুরমের বেকারি জংশন এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকেন। বুধবার ভোরে সেখানে হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা। কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সেই খবর প্রচারিত হতে থাকে। বাইরে জমতে থাকে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। তাঁদের অনেকে বাড়ির মূল ফটক দিয়ে জোর করে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। ইডি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। এমনকি, কিছু বিক্ষোভকারী নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে প্লাস্টিকের বোতল, হেলমেট ও পাথর ছুড়েছেন, গাড়ি ভাঙচুর করেছেন বলে অভিযোগ। পরে সিপিএম নেতাদের হস্তক্ষেপে কর্মীদের শান্ত হন। হিংসাত্মক বিক্ষোভ থেমে যায়।

অসমে ধ্বনিভোটে পাশ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

গুয়াহাটি, ২৭ মে: উত্তরাখণ্ড, গুজরাতের পর তৃতীয় রাজ্য হিসাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাশ হয়ে গেল অসমে। বুধবার অসম বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয়েছে এই বিল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত ইস্তেহারে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, সরকার গড়লে কার্যকর হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সেই প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। উল্লেখ্য, বাংলার নির্বাচনি ইস্তেহারেও একই

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের জন্য উঠেপড়ে লাগেন হিমন্ত। গত ১৩ মে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই পাশ হয়ে যায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রস্তাব। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সংকল্পপত্রে। বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর, সেই বার্তা দিতে চান তিনি। সেইমতো অসম বিধানসভার অধিবেশনে মঙ্গলবার পেশ করা হয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। বুধবার ধ্বনিভোটে তা পাশ হয়ে গিয়েছে। অসমে অবশ্য পাহাড় এবং সমতলের প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠীকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বাইরে রাখা হয়েছে। অসমের মানুষের ঐতিহ্য এবং রীতিনীতিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি থেকে।

১০ ভারতীয় নাবিককে মুক্তি ইরানের

তেহরান, ২৭ মে: ১০ ভারতীয় নাবিককে মুক্তি দিল ইরান। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে একটি তেলবাহী জাহাজকে আটক করেছিল ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)। আটক হওয়ার দশ মাস পর ভারতীয় নাবিকদের মুক্তি দেওয়া হল। মঙ্গলবার গভীর রাতে এক বিবৃতি জারি করে জাহাজ সংস্থাকের তরফে এই মুক্তির কথা জানানো হয়েছে। ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এমভি হারার ফিনিক্স নামে একটি তেলবাহী জাহাজকে ইরানের জাস্ক বন্দরে আটক করা হয়। সেই জাহাজে ১০ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। তাঁদেরও আটক করা হয়। আপাতত তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতীয় নাবিকদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তেহরানের সঙ্গে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হয়। তার পরই এই সিদ্ধান্ত। তবে কেন তেলবাহী জাহাজটিকে আটক করা হয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও কারণ জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, এ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার পর হরমুজ প্রণালীকে অবরুদ্ধ করে ইরান। তার জেরে বহু বিদেশি তেল এবং গ্যাসবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে আটকে পড়েছিল। হরমুজকে দখলমুক্ত করার জন্য আমেরিকা বার বার ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার পরেও ইরানের হাত থেকে দখলমুক্ত করা যায়নি। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়। কিন্তু তার পরেও ইরান জানিয়ে দিয়েছিল, হরমুজের দখল তাদের হাতেই থাকবে। হরমুজ হয়ে যে সব জাহাজ যাবে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের করও আদায় করা হবে বলেও জানায় তারা। সেই মতো কর আদায় করাও শুরু হয়েছিল। হরমুজে আটকে থাকা জাহাজগুলিকে এক এক করে ছাড়তে শুরু করে পরের দিকে। যদিও অচলাবস্থা পুরোপুরি কাটেনি।

জুনের শুরুতে দিল্লি সফরে মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: অবশেষে চূড়ান্ত হতে চলেছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি? সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১-৪ জুন ভারতে আসছে মার্কিন অর্থ ও শুল্ক বিশেষজ্ঞদের একটি দল। এই সফলেই চূড়ান্ত হতে পারে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি। কথা হবে দুই দেশের বাজারে উভয় দেশের সংস্থাগুলির প্রবেশাধিকার, অশুল্ক ব্যবস্থা এবং শুল্ক সহজীকরণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও আমেরিকা একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষায় লাভজনক বাণিজ্যের বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো তৈরিতে সম্মত হয়েছে উভয় দেশ। গত ২০-২৩ এপ্রিল ভারতের বিশেষজ্ঞ দল ওয়াশিংটন সফর করে। সেই সময় উভয়পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভারত সরকারের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধান আলোচকের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধিদল আগামী ১-৪ জুন ভারত সফর করবে।

ময়দান

বৈভব ঝড়ে বিধ্বস্ত হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুল্লানপুরের মাঠে যেন একাই ঝড় তুললেন বৈভব সূর্যবংশী। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত অসহায় দেখাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। এলিমিনেটরের মতো বড় ম্যাচে মাত্র ২৯ বলে ৯৭ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে রাজস্থানকে বিশাল রানের ভিত গড়ে দেন তরুণ এই ব্যাটার। শেষ পর্যন্ত ৪৮ রানে জিতে কোয়ালিফায়ারের পথে বড় পদক্ষেপ নিল রাজস্থান। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন বৈভব। হায়দরাবাদের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স তাঁকে আটকাতে একের পর এক পরিকল্পনা করেন। প্রথমে ইয়র্কার এবং অফ স্টাম্প লক্ষ্য করে লেংথ বল করা হয়। কিন্তু বৈভব সামনের পা সরিয়ে অনায়াসে বড় শট মারতে থাকেন। এরপর শর্ট বল এবং বাউন্সারের ফাঁদ পাতেন কামিন্সেরা। সাকিব হুসেন, প্রফুল্ল হিঙ্গে ও ঈশান মালিঙ্গারা দ্রুত গতির বল করে তাঁকে চাপে ফেলতে চাইলেও কোনও লাভ হয়নি। বরং পুল শটে স্কোয়ার লেগ ও মিড উইকেট অঞ্চলে একের পর এক ছক্কা হাঁকান তিনি। শেষে গতি কমিয়ে কাটার বল করা শুরু হলেও তাতেও থামানো যায়নি বৈভবকে। এই ইনিংসে একাধিক ছক্কা মেরে তিনি ক্রিস গেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডও ভেঙে দেন। প্রথম চার ওভারের মধ্যেই কামিন্স, মালিঙ্গা ও সাকিবদের বিরুদ্ধে একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে নিয়ে নেন তিনি। অপর প্রান্তে যশস্বী জয়সওয়াল ধীরে খেললেও ধ্রুব জুরেল দ্রুত রান তুলে চাপ বাড়ান। মাত্র ২০ বলে অর্ধশতরান করেন জুরেল। অধিনায়ক রিয়ান পরাগও ছোট কিন্তু কার্যকর ইনিংস খেলেন। তবে শেষ দিকে পরপর উইকেট পড়ায় রাজস্থানের রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায়। এক সময় মনে হচ্ছিল দল ২৬০ রানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ২৪৩ রানেই থামে তারা। বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয় হায়দরাবাদ। ঈশান ঝড়ো ব্যাটিং করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেন। জোফ্রা আর্চারের বিরুদ্ধেও নির্ভীকভাবে শট খেলেন তিনি। কিন্তু ১১ বলে ৩৩ রান করে আর্চারের বলেই আউট হন। ট্রেভিস হেডও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। আর্চারের গতির সামনে ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়তে থাকে। মাত্র সাত ওভারের মধ্যেই পাঁচ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় হায়দরাবাদ। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন নীতীশ কুমার রেড্ডি ও সলিল অরোরা। দু'জনে কিছুটা লড়াই গড়ে তুললেও প্রয়োজনীয় রানরেট এতটাই বেশি ছিল যে চাপ সামলানো কঠিন হয়ে যায়। নীতীশ ৩৮ রান করে আউট হওয়ার পর হায়দরাবাদের আশা কার্যত শেষ হয়ে যায়। অধিনায়ক কামিন্সও ব্যর্থ হন। শেষ দিকে সলিল কিছু বড় শট খেললেও দলকে জেতানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯.২ ওভারে ১৯৬ রানে অল আউট হয়ে যায় হায়দরাবাদ।

মোহনবাগান জেসি মুখার্জি টি-২০-র চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ক্রিকেটে বুধবার ইডেন উদ্যান সাক্ষী থাকল এক রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের। জেসি মুখার্জি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতল মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। ফাইনালে ভবানীপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে দু' দলই একশো ঊননব্বই রান করলেও কম উইকেট হারানোর সুবাদে চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন শিবির হারায় ছয় উইকেট, সেখানে ভবানীপুর হারায় আট উইকেট। সেই কারণেই ট্রফি ওঠে মোহনবাগানের হাতে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে থাকে মোহনবাগান। দলের ইনিংসের মূল ভরসা ছিলেন শাকির হাবিব গান্ধী। মাত্র তিপ্পান্ন বলে তিরানব্বই রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ছিল একের পর এক বাউন্ডারি ও বড় শট। অন্যদিকে বিবেক সিংও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি আটত্রিশ বলে ছেচল্লিশ রান করেন। দু'জনের জুটিতে দ্রুত রান ওঠায় বড় স্কোরের ভিত গড়ে যায়। জেসি মুখার্জি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার শিরোপা জয়ের পর আবেগাপ্লুত মোহনবাগান কর্তা সঞ্জীব গোয়েল বলেন, 'এই সাফল্য শুধুমাত্র একটা ট্রফি জয় নয়, পুরো দলের ঐক্য এবং লড়াইয়ের প্রতিফলন। ক্রিকেটাররা গোটা প্রতিযোগিতাজুড়ে যে মানসিকতা দেখিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ফাইনালে ম্যাচ টাই হওয়ার পরেও ছেলেরা আত্মবিশ্বাস হারায়নি।

দুর্ঘটনায় হাত ভাঙার পরও, যোগাসনে জেলা স্তরে সুযোগ ব্যান্ডেলের খুদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র সাত বছর বয়সেই একাধিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী প্রাদিত্যা লস্কর। চার মাস আগে স্কুলের সামনে বাইক দুর্ঘটনায় বাঁ হাতে গুরুতর চোট পেয়ে দীর্ঘদিন বিশ্রামে থাকতে হয়েছিল তাকে। তবে হার মানেনি প্রাদিত্যা। কঠোর পরিশ্রম ও মানসিক জোরে ফের অনুশীলনে ফিরে এসে ক্লাব স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পায়। সম্প্রতি চন্দননগর জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতার সাব-জুনিয়র বিভাগে নিজের জায়গা নিশ্চিত করেছে সে। প্রাদিত্যার এই সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন চন্দননগর যোগা অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক অমিত কুমার দাস ও শিক্ষিকা নবনীতা সাহা। পাশে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬১৭, তারিখ ঃ ২৬.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/০৮/২৬-২৭/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্র্যাক ফিড ব্যাটারি চার্জার এবং ফেলিওর অ্যালার্ম সিস্টেম-এর ব্যবস্থা এবং ট্র্যাক ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২,৯২,১৩,০৮৯.১৪; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ৫,৮৪,৩০০.০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ০৮.০৬.২০২৬; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in-এ। যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** "ডাটা লগার বা আরটিইউ সমূহ, অথবা যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং-এর কাজ যেখানে ইআই অথবা আরআরআই বা পিআই অথবা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড পুনর্গঠন অথবা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসিটিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচ -এসএসডিএসি) অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর কাজ যুক্ত আছে তার সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজকে বোঝাবে"। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-57/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জয়পুর স্টেশনে দুটি ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচি

উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের **জয়পুর স্টেশনে ১২৩০৭ হাওড়া-যোধপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** এবং **২২৩০৭ হাওড়া-বিকানের সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** ট্রেনের সময়সূচি নিম্নরূপে সংশোধিত হবেঃ

ট্রেন নং ও নাম	জয়পুরে সংশোধিত সময়সূচি	
	পৌঁছাবে	ছাড়বে
১২৩০৭ হাওড়া-যোধপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর]	২৩.৩৫ ঘ.	২৩.৪৫ ঘ.
২২৩০৭ হাওড়া-বিকানের সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর]	২৩.৩৫ ঘ.	২৩.৪৫ ঘ.

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক), ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ, বিরাটি এবং হালিশহর রেলওয়ে স্টেশনে খুচরো বিপণি স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ রিটেল-মে-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-56/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্পেশাল ট্রেন

নিউ দিল্লি ও হাওড়ার মধ্যে

গ্রীষ্মকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৪০৪৮/০৪০৪৭ **নিউ দিল্লি - হাওড়া - নিউ দিল্লি** এবং ০৪০৫০/০৪০৪৯ **নিউ দিল্লি - হাওড়া- নিউ দিল্লি** স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে ঃ-

০৪০৪৮/০৪০৪৭ নিউ দিল্লি - হাওড়া - নিউ দিল্লি স্পেশাল ট্রেন

নিউ দিল্লি - হাওড়া			(০৪০৪৮) (০৪০৪৭)	হাওড়া - নিউ দিল্লি		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
বৃহস্পতি	–	১৮.১৫	নিউ দিল্লি	০৮.২০	–	রবি
শুক্র	০৬.১০	০৬.১৫	প্রয়াগরাজ জংশন	১৮.৪০	১৮.৪৫	শনি
	১৩.২৫	১৩.৩৫	পাটনা জংশন	১১.৪০	১১.৫০	
	১৯.১৭	১৯.২২	আসানসোল জংশন	০৪.৫০	০৪.৫৫	
	২১.৩৬	২১.৩৮	বর্দ্ধমান	০৩.১১	০৩.১৩	
	২৩.৪০	–	হাওড়া	–	০১.৪০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে গাজিয়াবাদ, আলিগড় জংশন, টুণ্ডলা জংশন, গোবিন্দপুরী, মির্জাপুর, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, বক্সার, আরা, বখতিয়ারপুর জংশন, কিউল জংশন, ঝাঝা, জসিডি জংশন, মধুপুর জংশন, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর এবং ব্যান্ডেল স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ নিউ দিল্লি থেকে ০৪০৪৮ ঃ** ২৮/০৫/২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০১ টি ট্রিপ। **হাওড়া থেকে ০৪০৪৭ ঃ** ৩০/০৫/২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০১ টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি-৩টিয়ার — ০২, স্লিপার শ্রেণি — ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০২ এবং এসএলআরডি — ০২ = ১৬ টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৪০৫০/০৪০৪৯ নিউ দিল্লি - হাওড়া - নিউ দিল্লি স্পেশাল ট্রেন

নিউ দিল্লি - হাওড়া			(০৪০৫০) (০৪০৪৯)	হাওড়া - নিউ দিল্লি		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি	–	১৮.১৫	নিউ দিল্লি	০৮.২০	–	মঙ্গল
রবি	০৬.১০	০৬.১৫	প্রয়াগরাজ জংশন	১৮.৪০	১৮.৪৫	সোম
	১৩.২৫	১৩.৩৫	পাটনা জংশন	১১.৪০	১১.৫০	
	১৯.১৭	১৯.২২	আসানসোল জংশন	০৪.৫০	০৪.৫৫	
	২১.৩৬	২১.৩৮	বর্দ্ধমান	০৩.১১	০৩.১৩	
	২৩.৪০	–	হাওড়া	–	০১.৪০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে গাজিয়াবাদ, আলিগড় জংশন, টুণ্ডলা জংশন, গোবিন্দপুরী, মির্জাপুর, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, বক্সার, আরা, বখতিয়ারপুর জংশন, কিউল জংশন, ঝাঝা, জসিডি জংশন, মধুপুর জংশন, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর এবং ব্যান্ডেল স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ নিউ দিল্লি থেকে ০৪০৫০ ঃ** ৩০/০৫/২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০১ টি ট্রিপ। **হাওড়া থেকে ০৪০৪৯ ঃ** ০১/০৬/২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ০১ টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি-৩টিয়ার — ০৪, স্লিপার শ্রেণি — ০৫, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (এলএস) — ১০, পাওয়ার কার — ০১ এবং এলএসএলআরডি — ০১ = ২১ টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Online e-tender is invited by the office of the Assistant Engineer, Electrical Sub Division-I, Housing Directorate: e NIT No: **WBHD/AE/ ESD-I /eNIT-115-2nd call/2025-26,** Tender id- 2026_HSD_1025518_1, Name of work:- **"Repairing of damaged Electrical Items and supply of different Electrical Maintenance materials at 28/1 Gariahat Road RHE".** Bid Submission end date: 08.06.2026 up to 12 P.M, Tender Opening Date: 10.06.2026 after 12 P.M, Website-wbtenders.gov.in, Tender Location- Kolkata. Tender details may be obtained from Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division-I, Housing Directorate, 53, Dr Sundari Mohan Avenue, Kolkata-700014 on all office days during office hours.
ICA- T8770(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Overhauling, Cleaning and Servicing of 250 KVA Oil type Indoor Transformer including earthing installation in the Sub-station of the District Judges Court, Barasat, North 24 Parganas." NIT No : 142/T of 25-26 2nd Call of AE/BESD. Tender id : 2026_WBPWD_5014461_1. Bid Submission Start date (Online) : 25.05.2026. Bid Submission Closing date (Online) : 08.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- P Nandi ASSISTANT ENGINEER, P.W.D BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T8801(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/KSD, invites e-Tender for 1. Rectification of Road stretche from Chainage 32.140 km to 33.000 km (In Stretches) of Berhampore-Kandi-Sultanpur Road(SH-11) of Kandi sub Division under Berhampore Division No.-I, P.W.D. during 2026-2027. 2. Repairing of Office of the Assistant Engineer, PWD & Section -II office of Kandi Sub-Division under Berhampore Division No.I, PWD during the year 2026-2027. eNIT No. WBPWD/AE/KSD/PWD/eNIT-01/26-27/ (2nd Call)/ (SL-1&2) Tender ID: 2026_WBPWD_5014540_1. Tender ID: 2026_WBPWD_5014540_2. Bid submission start date (online) : 29.05.2026 from 10.00 Hours Bid Submission closing date (online) : 05.06.2026 at 10.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.D Kandi Sub-Division.
ICA- T8780(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Notice inviting Quotation by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. "Upgradation of Dedicated Internet Connectivity and Allied Infrastructure for The PWD Maidan Tent Camp Office, Red Road, Kolkata for 01 (One) year: Primary Feed. [KIT/OW/024 of 26-27]" NIQ No. 019/KIT/Q of 26-27. Quotation Submission Closing: 02.06.2026 up to 02:00 PM. 2. "Upgradation of Dedicated Internet Connectivity and Allied Infrastructure for The PWD Maidan Tent Camp Office, Red Road, Kolkata for 01 (One) year: Backup Feed. [KIT/OW/025 of 26-27]" NIQ No. 020/KIT/Q of 26-27. Quotation Submission Closing: 02.06.2026 up to 02:00 PM. Sd/-Executive Engineer, Kolkata IT Division, PWD
ICA- T8789(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, P.W.D. Asansol Division invites online e-Tender for 02 nos. of Works: **Sl. No. 01** - Taking Road safety measure by Road signages at 0.00 km to 4.35 km on Andal Airport Road under Asansol Division, PWD in the District of Paschim Bardhaman. Estimated Amount Rs. 8,90,014.00. Tender Id: 2026_WBPWD_5014577_1. **Sl. No. 02** - Jamuria-Chakdola Road from 0.000 KM to 0.440KM, 2.400 KM to 2.700 KM, 8.000 KM to 8.200 KM patch repairing work in stretches in the District of Paschim Bardhaman under Asansol Division, PWD. Estimated Amount Rs. 13,02,413.00. Tender Id: 2026_WBPWD_5014577_2. eNIT No.: 02 of 2026-2027 of EE(ASN)PWD. Bid submission start date (online): 29.05.2026 at 10.00 IST, Bid submission closing date (online): 17.06.2026 at 10.00 IST. Corrigendum and addendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, ASANSOL DIVISION
ICA- T8776(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDERNo: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-05/2026-2027. E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 03.06.2026 from 12.30 P.M. Bid Submission End Date (Online): 11.06.2026 from 12.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5014583_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building.
ICA- T8786(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division,. invites e-tender for the work of "Rewiring and renovation work of whole office of Department of Correctional Administration incl. Supply, installation of AC machines at the IT cell room of DCA at 63, N.S Road Jessop Building, 1st floor, Kolkata-700001.... Electrical works. . NIQ no WBPWD/EE-KED/eNIT-54/2nd/25-26. Tender id: 2026_WBPWD_5013935_1. Bid submission end date is extended upto 08.06.2026 upto 01.00 P.M. Details of Tender documents incl. Corrigendum, if any will be available at website: http://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte Kolkata Electrical Division.
ICA- T8804(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, North Kolkata Health Electrical Sub Division, P.W.D., invite online e-Tender for the work of "Repairing of Electrical Installation work of lift incl. other Electrical works at Salt Lake Sub-Divisional Hospital." WBPWD/AE/NKHESD/NIQ- 07/Q of 26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014610_1. Bid Submission Closing date (Online): 08.06.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- ASSISTANT ENGINEER, P.W.D., NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION
ICA- T8798(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st CORRIGENDUM TO e-N.I.T.
No. WBIW/EE/MED/e-NIT-13/2025-26 [Sl. No. 1]
Due to unavoidable circumstances the following changes have been made under this corrigendum. **In Place of** : Tender Reference Number: WBIW/EE/MED/e-NIT-13/2025-26. **To be read as** : Tender Reference Number: WBIW/EE/MED/e-NIT-1/2026-27. All other terms and conditions of the said e-NIT will remain unchanged. Sd/- Executive Engineer, Mahananda Embankment Division, Green Park, Malda.
ICA- T8735(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
On behalf of the Governor of West Bengal, Tender Notice is invited by the Member Secretary & Chief Medical Officer of Health, DH&FWS, Jhargram, Pin-721507 for the work Construction of Type-A Building less Sub-Health Centre (SHCs)-HWCs (AAM) under PM-ABHIM for FY 2025-26 at Domohani SC & Rashikpur SC under Binpur-I Block, Jhargram District, for eligible agency having experience in similar nature of works. Technical & Financial Bid Submission Closing Date : For e-NIT No.-eNIT-01/2026-2027 (1st Call), 16/06/2026 at 04:00 P.M. Tender ID-2026_HFW_1025158 For Detail, Please visit the website **https://www.wbhealth.gov.in&https://www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Medical Officer of Health, Jhargram.
ICA- T8711(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD.e-NIT
Executive Engineer (A-I), SWI Division No.1, Midnapore, WRI&DD invites e-tender for Procurement of Glassware and other Materials Required for Regional Chemical & Hydrological Laboratory (RC and HL) Purulia SWID under the Executive Engineer(A-I) SWI Division No. I Midnapore under Core Sector Programme for the Financial Year 2025-26 vide e-NIT No-SWID/EE(AI)/MID/e-NIT-19/25-26 (2nd Call), **ID- 2026_SWID_ 1025516_1** estimated value is Rs. 383402.00, and **last dropping date 15/06/2026 at 11:00 AM.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/- Executive Engineer (A-I)
SWI Division No.1, Midnapore
ICA- T8742(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
TRIMMING OF BRANCHES OF DIFFERENT TREES OF DIFFERENT QTRS. AND OTHER PREMISES AREA AT STPS(T) AS AND WHEN REQUIREMENT BASIS FOR 06 MONTHS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5507, Dtd: 26/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4376/26-27/1306456
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Trimming of branches of different trees of different Qtrs. and other premises area at STPS(T) as and when requirement basis for 06 months". Tender Document Download Start Date:** 29.05.2026, 03:00 PM., **Bid Submission End Date:** 08.06.2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. G. C. Maji, AGM (M&C), STPS. **Contact No.:** 8336903939. **E-mail:** gcmaji@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8746(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
ROTATION/REPLACEMENT OF FLY ASH CONVEYING LINE WITH PAINTING FOR UPCOMING OH OF UNIT-6 UNDER AHP(M/M) DEPTT., STPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5502, Dtd: 25/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4370/26-27/1303464
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Rotation/Replacement of Fly Ash Conveying Line with Painting for Upcoming OH of Unit-6 under AHP(M/M) Deptt., STPS." Tender Document Download Start Date:** 30.05.2026 from 11:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 16.06.2026 within 16:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. G. C. Maji. **Contact No.:** 8336903939. **E-mail:** gcmaji@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8750(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR COAL AND ASH SAMPLE COLLECTION & PREPARATION AND EFFICIENCY RELATED JOB EXECUTION UNDER O&E DEPTT. OF STPS, WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5510, Dtd: 26/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4379/26-27/1433295
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Service contract for Coal and Ash Sample Collection & Preparation and Efficiency related job execution under O&E Deptt. of STPS, WBPDCL". Tender Document Download Start Date:** 03.06.2026 from 11:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 25.06.2026 within 16:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. G. C. Maji. **Contact No.:** 8336903939/9147338296. **E-mail:** gcmaji@wbpdcl.co.in/ cc_stps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8755(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF DIFFERENT WATER LINE VALVES FOR UNIT-2 OVERHAULING SCHEDULED IN 2026, SGTPP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5517, Dtd: 26/05/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4037/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP/ WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 (three) Part bid system for **"Procurement of Different Water Line Valves for Unit-2 Overhauling scheduled in 2026, SGTPP". Tender Document Download Start Date:** 01-06-2026 at 10.00 AM. **Bid Submission End Date:** 22-06-2026 at 03.00 PM. **Contact Person:** Mr. Chandradip Chakraborty [AGM (M&C)]. **Contact No.:** 8336903779. **E-mail:** cchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8763(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ইডেনের আলো নয়, ময়দানের ধুলোতেই বাঁচে কলকাতার ক্রিকেটের আসল আবেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ক্রিকেট মানেই অধিকাংশ মানুষের চোখে ভেসে ওঠে ইডেন গার্ডেন্স। আলো ঝলমলে গ্যালারি, হাজার হাজার দর্শক, টেলিভিশনের ক্যামেরা আর বড় বড় ক্রিকেটারের নাম। কিন্তু এই শহরের ক্রিকেটের আসল হৃদস্পন্দন লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোথাও। ময়দানের ছোট ছোট মাঠে, ভাঙা গ্যালারির পাশে, কখনও গাছতলায় বসে থাকা কয়েকজন দর্শকের মধ্যে, আবার কখনও দুপুরের রোদে ঘাম ঝরানো একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারের স্বপ্নে। কলকাতার ক্লাব ক্রিকেট শুধু একটা খেলা নয়, বহু ছেলের প্রতিদিনের লড়াই। এখানে কেউ সকালবেলা কলেজে যায়, কেউ চাকরি করে, কেউ টিউশন পড়িয়ে বিকেলে মাঠে আসে। তারপর সাদা জার্সি পরে ব্যাট-বল হাতে নেমে পড়ে নিজের স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। এই ক্রিকেটে বড় চুক্তি নেই, প্রচারের আলো নেই, তবু আবেগ আছে। আছে জেদ, অপমান ভুলে ফিরে আসার গল্প আর একদিন বড় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন। ময়দানের একেকটা মাঠ যেন একেকটা আলাদা পৃথিবী। কোথাও ম্যাচ চলাকালীন পাশ দিয়ে ঘোড়া চলে যাচ্ছে, কোথাও আবার ফুটবল প্র্যাকটিসের আওয়াজ ভেসে আসছে। গ্যালারিতে হয়তো মাত্র দশজন মানুষ বসে আছেন, কিন্তু তাঁদের চিৎকারে বোঝা যায় এই ম্যাচ তাঁদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্রিকেটেই তৈরি হয় সম্পর্ক, তৈরি হয় চরিত্র।

সেকেন্ড ডিভিশনের ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফের ক্রিকেটার প্রিয়াঙ্কার ব্যানার্জির কাছে এই লড়াইটা শুধুই ক্রিকেট নয়, নিজের অস্তিত্বের লড়াইও। 'অনেকেই ভাবে ছোট ক্লাবের ক্রিকেট মানে হয়তো গুরুত্ব কম। কিন্তু আমরা যারা খেলি, তারা জানি প্রতিটা ম্যাচ আমাদের কাছে কতটা বড়। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখনও লোকাল ট্রেনে, কখনও বাসে করে মাঠে আসি। অনেক সময় নিজের টাকায় কিট কিনতে হয়। তবু মাঠে নামার পর এসব কিছু মাথায় থাকে না। কারণ ক্রিকেটটা আমাদের কাছে ভালোবাসা। ছোট মাঠে দর্শক কম থাকে ঠিকই, কিন্তু যারা আসে তারা সত্যিকারের ক্রিকেটপ্রেমী। একটা ভালো ক্যাচ ধরলে বা গুরুত্বপূর্ণ রান করলে যে হাততালি পাই, সেটাই আমাদের প্রেরণা। ইডেনে খেলার স্বপ্ন অবশ্যই আছে, কিন্তু তার আগে এই ছোট মাঠগুলোকেই আমরা নিজের ঘর বলে মনে করি।' প্রিয়াঙ্কারের কথার মধ্যেই ধরা পড়ে কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটের বাস্তব ছবি। এখানে সুযোগ সীমিত, প্রতিযোগিতা অসীম। একটা খারাপ ম্যাচ অনেক সময় পুরো মরশুম পিছিয়ে দিতে পারে। তবু ক্রিকেটাররা থামে না। কারণ তাদের কাছে ক্রিকেট শুধুই পেশা নয়, পরিচয়ও। ময়দানের দুপুরগুলো খুব কঠিন। গরমে

পিচ ফেটে যায়, আউটফিল্ড শুকিয়ে ধুলো উড়তে থাকে। তবু সেই মাঠেই নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটিং বা বোলিং করে যায় ক্রিকেটাররা। কারণ তারা জানে, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একদিন হয়তো বড় সুযোগ আসবে।

বিএনআর রিক্রিয়েশন ক্লাবের ক্রিকেটার শুভম ব্যানার্জির চোখেও এই ক্রিকেট একরাশ আবেগের নাম। তআমাদের ম্যাচে টিভি ক্যামেরা থাকে না, খবরের কাগজেও সবসময় নাম ওঠে না। কিন্তু তাতে আবেগ কমে যায় না। বরং অনেক সময় মনে হয় এখানকার ক্রিকেটটাই বেশি খাঁটি। কারণ এখানে সবাই খেলছে শুধুমাত্র খেলার ভালোবাসায়। আমি অনেকবার দেখেছি, একটা ম্যাচ হেরে কেউ ড্রেসিংরুমে চুপচাপ বসে কাঁদছে। আবার জিতলে সবাই মিলে চা খেতে চলে যাচ্ছে। এই সম্পর্কগুলো খুব সত্যি। বড় ক্রিকেটে হয়তো অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকে, কিন্তু ছোট ক্লাব ক্রিকেটে যে বন্ধুত্ব আর লড়াই আছে, সেটা আলাদা। আমরা জানি না ভবিষ্যতে কে কোথায় পৌঁছব, কিন্তু এই ময়দানের স্মৃতি কোনওদিন ভুলব না।দ কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় শক্তি সম্ভবত এই সম্পর্কগুলোই। এখানে প্রতিপক্ষরাও একে অপরকে চেনে। ম্যাচের বাইরে সবাই একসঙ্গে চা খায়, গল্প করে, আবার মাঠে নামলে প্রাণপণ লড়াই করে। ক্রিকেটের এই মানবিক দিকটাই হয়তো বড় মঞ্চে অনেক সময় হারিয়ে যায়। এই ছোট মাঠগুলোর আরেকটা বিশেষত্ব হল এখানে প্রত্যেকটা মানুষ কোনও না কোনওভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কোচ, কিউরেটর, স্কোরার, ক্লাবকর্মী; সবার মধ্যেই থাকে অসম্ভব আবেগ। অনেক ক্লাব এখনও সীমিত অর্থে চলে, তবু ক্রিকেট থেমে থাকে না। একটা পুরনো স্কোরবোর্ড, ছেঁড়া টেন্ট আর কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়েও ম্যাচ ঠিকই হয়।

বালক সংঘের অধিনায়ক ঋতব্রত চ্যাটার্জি মনে করেন, 'এই মাঠগুলোই ক্রিকেটারদের আসল চরিত্র তৈরি করে। তছোট মাঠের ক্রিকেট আপনাকে খুব দ্রুত বাস্তবটা শিখিয়ে দেয়। এখানে সুযোগ কম, তাই প্রতিটা ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। অধিনায়ক হিসেবে আমি সবসময় ছেলেদের বলি, গ্যালারিতে লোক কম থাকলেও ম্যাচটার গুরুত্ব কম নয়। কারণ এই ম্যাচই হয়তো কারও জীবনের বড় সুযোগ তৈরি করবে। অনেক সময় আমরা নিজেদের জার্সি নিজেরাই ধুয়ে পরের দিন ম্যাচ খেলতে আসি। বাইরে থেকে শুনতে সাধারণ লাগলেও এই জিনিসগুলো মানুষকে শক্ত করে। আমি বিশ্বাস করি, কলকাতার ক্লাব ক্রিকেট না খেললে কোনও ক্রিকেটার সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এখানে শুধু ক্রিকেট নয়, ধৈর্য আর লড়াইও শেখা যায়।' ঋতব্রতের এই কথাগুলো আসলে গোটা কলকাতা ক্লাব ক্রিকেটের প্রতিচ্ছবি। এখানে প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প তৈরি হয়। কেউ ব্যর্থ হয়ে হারিয়ে যায়, কেউ আবার ধীরে ধীরে উঠে আসে। কিন্তু একটা জিনিস একই থাকে;খেলাটার প্রতি অদ্ভুত ভালোবাসা। আজকের দিনে যখন ক্রিকেট ক্রমশ বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে, তখনও ময়দানের এই ছোট মাঠগুলো ক্রিকেটের পুরনো আত্মাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানে এখনও একটা ভালো কভার ড্রাইভ দেখে পাশের মাঠ থেকেও হাততালি আসে। এখনও একটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট পড়লে ড্রেসিংরুম থেকে চিৎকার শোনা যায়। এখনও কোনও তরুণ ক্রিকেটার নতুন ব্যাট কিনলে সেটা সবার আগে সতীর্থদের দেখায়।

ইডেন গার্ডেন্স হয়তো কলকাতার ক্রিকেটের মুখ। কিন্তু তার প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে এই ছোট ছোট মাঠে। গ্যালারি নেই, আলো নেই, প্রচার নেই;তবু ক্রিকেট বেঁচে আছে। কারণ কিছু মানুষ এখনও বিশ্বাস করে, ক্রিকেট শুধু বড় মঞ্চের খেলা নয়, বরং প্রতিদিনের লড়াই, বন্ধুত্ব আর স্বপ্নের আরেক নাম।

খিদিরপুরের ট্রফিজয়ের নেপথ্যে 'পরিবার' ফর্মুলা ?

মুখোমুখি খিদিরপুর কোচ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সিএবি ওয়ানডে ফার্স্ট ডিভিশন টুর্নামেন্ট জিতে এ বার কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটে নতুন করে আলোচনায় খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব। গোটা মরশুম জুড়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, ড্রেসিংরুমের ঐক্য এবং ক্রিকেটারদের লড়াকু মানসিকতাই দলকে এনে দিয়েছে এই সাফল্য। ট্রফি জয়ের পর খিদিরপুরের কোচ অভিষেক ব্যানার্জি খুলে বললেন দলের ভিতরের গল্প, চাপের মুহূর্ত, অধিনায়ক প্রমদ চন্ডিলার নেতৃত্ব এবং শুভঙ্কর বল, আদিত্য শর্মা, শুভম দে, সন্দীপ কুমার ও ইরশাদ আলমদের অবদান নিয়ে। পাশাপাশি উঠে এল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, কোচিং দর্শন এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নও। খিদিরপুরের সাফল্যের নেপথ্যের আবেগ, সম্পর্ক আর লড়াইয়ের গল্প শুনলেন অভিষেকের মুখেই।

প্রশ্ন ১: সিএবি ওয়ানডে ফার্স্ট ডিভিশন টুর্নামেন্ট জেতার পরে প্রথম কাকে ফোন করেছিলেন?

অভিষেক ব্যানার্জি: সত্যি বলতে ট্রফিটা জেতার পর কয়েক মিনিট আমি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মাঠে তখন সবাই চিৎকার করছে, ছেলেরা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরছে। সেই মুহূর্তে প্রথম ফোনটা আমি বাড়িতেই করি। কারণ বাড়ির লোকজনই জানে এই একটা ট্রফির জন্য আমরা কতটা সময়, পরিশ্রম আর মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। আমার মা সবসময় ম্যাচের আগে ফোন করে বলত, ক্চাপ নিস না, ছেলেদের নিয়ে খেলাটা উপভোগ কর।দ সেই কথাটাই মাথায় ছিল। তারপর ড্রেসিংরুমে ঢুকে দেখি প্রমদ চন্ডিলা আর শুভঙ্কর বল একে অপরকে জড়িয়ে বসে আছে। আদিত্য শর্মা তখনও উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছে। ওই দৃশ্যগুলো আমার কাছে ট্রফির থেকেও বড়। কারণ একটা দল যখন সত্যিই পরিবার হয়ে যায়, তখন সেই সাফল্যের আনন্দ আলাদা হয়। সেই মুহূর্তটা আমি কোনওদিন ভুলব না।

প্রশ্ন ২: এই মরশুমে দলের ড্রেসিংরুমের পরিবেশটা ঠিক কেমন ছিল?

অভিষেক ব্যানার্জি: আমি অনেক দল সামলেছি, কিন্তু এই বছরের খিদিরপুরের ড্রেসিংরুমটা সত্যিই অন্যরকম ছিল। এখানে সিনিয়র-জুনিয়র বলে আলাদা কিছু ছিল না। প্রমদ চন্ডিলা অধিনায়ক হিসেবে অসাধারণ কাজ করেছে। ও শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও ছেলেদের আগলে রেখেছে। শুভম দে বা সন্দীপ কুমারের মতো ক্রিকেটাররা প্র্যাকটিস শেষে ছোটদের নিয়ে আলাদা করে কথা বলত। শুভঙ্কর বল তো প্রায় প্রত্যেক ম্যাচের আগে সবাইকে নিয়ে হাসি-মজার পরিবেশ তৈরি করত যাতে চাপ কমে যায়। আর ইরশাদ আলম এমন একজন ছেলে, যে সবসময় অন্যকে মোটিভেট করে। অনেক সময় কোচ হিসেবে আমার কিছু বলার দরকারই পড়েনি, কারণ ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের সামলে নিয়েছে। আমি সবসময় বলি, একটা দল শুধু টেকনিক দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় না, সম্পর্ক দিয়েও হয়। এই দলটার মধ্যে সেই সম্পর্কটা ছিল বলেই আমরা কঠিন সময়েও ভেঙে পড়িনি।

প্রশ্ন ৩: ফাইনালের আগের রাতে আপনি কি ঘুমোতে পেরেছিলেন?

অভিষেক ব্যানার্জি: একদম সত্যি বলছি, খুব একটা ঘুমোতে পারিনি। কোচরা বাইরে থেকে যতই শান্ত দেখাক, ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড চাপ কাজ করে। রাত দুটো পর্যন্ত আমি ম্যাচের প্ল্যান নিয়ে ভাবছিলাম। কে নতুন বলে শুরু করবে, কোন ব্যাটসম্যানকে কোথায় নামানো হবে; এইসব মাথায় ঘুরছিল। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে শান্তি দিয়েছিল, সেটা হল ছেলেদের আত্মবিশ্বাস। আগের দিন ডিনারের সময় দেখলাম সবাই খুব স্বাভাবিক। আদিত্য শর্মা আর শুভঙ্কর বল মজা করছে, সন্দীপ কুমার গান গাইছে। তখন মনে হয়েছিল, দলটা চাপ নিতে শিখে গেছে। প্রমদ এসে আমাকে শুধু একটা কথাই বলেছিল, তদাদা, কাল আমরা নিজেদের ক্রিকেট খেলব। ওই কথাটা আমার খুব মনে লেগেছিল। তারপরও অবশ্য ভোরের দিকে কয়েকবার উঠে পড়েছি। কিন্তু মাঠে পৌঁছে যখন ছেলেদের চোখে আগুন দেখলাম, তখন বুঝে গিয়েছিলাম আমরা লড়াইটা জিততে পারি।

প্রশ্ন ৪: কোচ হিসেবে কোন ক্রিকেটারের পরিবর্তন আপনাকে সবচেয়ে বেশি খুশি করেছে?

অভিষেক ব্যানার্জি: একজনের নাম বলা খুব কঠিন, কারণ প্রত্যেকেই নিজেকে বদলেছে। তবে শুভম দে-র কথা বলতেই হবে। মরশুমের শুরুতে ও নিজের উপর খুব চাপ নিয়ে ফেলছিল। রান না পেলেই চুপচাপ হয়ে যেত। আমি ওকে বলেছিলাম, 'তুই শুধু স্কোরবোর্ডের জন্য খেলবি না, দলের জন্য খেল।' তারপর ধীরে ধীরে ও নিজেকে বদলায়। একইভাবে শুভঙ্কর বলও অসাধারণ উন্নতি করেছে। উইকেটের পিছনে ওর এনার্জি পুরো দলকে বদলে দিত। আর ইরশাদ আলমের পরিশ্রম আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে। প্র্যাকটিস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ও আলাদা করে ফিটনেস করত। একজন কোচ হিসেবে এগুলোই সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। কারণ শুধু ভালো ক্রিকেটার নয়, ভালো মানসিকতার মানুষ তৈরি হওয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দলটার ছেলেরা সেই জায়গায় আমাকে গর্বিত করেছে।

প্রশ্ন ৫: আপনার কাছে অধিনায়ক প্রমদ চন্ডিলার সবচেয়ে বড় গুণ কী?

অভিষেক ব্যানার্জি: প্রমদের সবচেয়ে বড় গুণ হল ও খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একদম শান্ত, কিন্তু ম্যাচের ভিতরে ও সবকিছু খুব তীক্ষ্ণভাবে পড়তে পারে। অনেক সময় এমন হয়েছে আমরা চাপের মধ্যে আছি, ড্রেসিংরুমে সবাই একটু নার্ভাস, তখন প্রমদ এসে খুব সাধারণভাবে দু-একটা কথা বলে পরিবেশটা হালকা করে দিয়েছে। একজন অধিনায়কের কাজ শুধু ফিল্ড সেট করা নয়, দলের মানসিক অবস্থাও সামলানো। সেই জায়গায় ও দারুণ। ফাইনালের দিনও একটা সময় ম্যাচ ঘুরে যেতে পারত। তখন ও ছেলেদের বলেছিল, ত্প্যানিক করিস না, একটা উইকেট ম্যাচ বদলে দেবে।দ সত্যিই কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা ম্যাচে ফিরে আসি। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রমদের একটা জিনিস খুব পছন্দ করি;ও নিজের পারফরম্যান্সের আগে দলের কথা ভাবে। আজকাল এই মানসিকতা খুব কম দেখা যায়।

প্রশ্ন ৬: কোচ হিসেবে আপনি রাগী নাকি বন্ধুর মতো?

অভিষেক ব্যানার্জি: দুটোই বলতে পারেন। আমি সবসময় চেষ্টা করি ছেলেদের বন্ধু হয়ে থাকতে, যাতে ওরা নিজের সমস্যা খুলে বলতে পারে। কিন্তু মাঠের মধ্যে শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমি খুব কড়া। কারণ ক্রিকেট এমন একটা খেলা যেখানে ছোট ছোট ভুল ম্যাচ হারিয়ে দেয়। প্র্যাকটিসে যদি কেউ ফাঁকি দেয়, সেটা আমি একদম পছন্দ করি না। তবে মাঠের বাইরে আমি খুব সাধারণভাবেই মিশি। অনেকদিন প্র্যাকটিস শেষে আমরা সবাই একসঙ্গে চা খেতে বসেছি, গল্প করেছি। শুভঙ্কর বল তো মাঝেমধ্যে এমন মজা করে যে পুরো ড্রেসিংরুম হেসে গড়িয়ে পড়ে। আবার আদিত্য শর্মা খুব চুপচাপ ছেলে, ওর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে হয়। আমি মনে করি প্রত্যেক ক্রিকেটারের মানসিকতা আলাদা। একজন কোচের কাজ শুধু টেকনিক শেখানো নয়, মানুষটাকেও বুঝতে পারা। সেই চেষ্টা আমি সবসময় করি।

প্রশ্ন ৭: এমন কোনও মুহূর্ত আছে যেখানে মনে হয়েছিল ট্রফিটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে?

অভিষেক ব্যানার্জি: হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা ম্যাচ ছিল যেখানে আমরা খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম। টপ অর্ডার দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ার পর ড্রেসিংরুমে চাপ তৈরি হয়েছিল। আমি তখন ছেলেদের মুখ দেখছিলাম। সবাই চুপচাপ। কিন্তু ওই সময় সন্দীপ কুমার আর ইরশাদ আলম যেভাবে লড়াই করেছিল, সেটা দলকে বাঁচিয়ে দেয়। ওই পার্টনারশিপটা হয়তো স্কোরবোর্ডে খুব বড় ছিল না, কিন্তু মানসিকভাবে দলকে বদলে দিয়েছিল। তারপর থেকে ছেলেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে কঠিন পরিস্থিতি থেকেও ফেরা যায়। সত্যি বলতে চ্যাম্পিয়ন দলগুলো এমন ম্যাচ থেকেই তৈরি হয়। পরে যখন ট্রফি হাতে নিয়েছিলাম, তখন ওই ম্যাচটার কথাই বারবার মনে পড়ছিল। কারণ সেই দিন যদি আমরা হেরে যেতাম, হয়তো পুরো মরশুমের গল্পটাই বদলে যেত।

প্রশ্ন ৮: ক্রিকেট না হলে অভিষেক ব্যানার্জি কী করতেন?

অভিষেক ব্যানার্জি: এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করে। সত্যি বলতে ক্রিকেট ছাড়া আমি নিজেকে কখনও ভাবিনি। ছোটবেলা থেকেই আমার সকাল মানে মাঠ, ব্যাট-বল, প্র্যাকটিস। তবে ক্রিকেটে না এলে হয়তো শিক্ষক হতাম। কারণ আমি শেখাতে খুব ভালোবাসি। এখনও কোচিং করানোর সময় আমি শুধু ক্রিকেট শেখাই না, জীবনের কথাও বলি। অনেক ছেলে আছে যারা ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যেও ক্রিকেট খেলছে। তাদের পাশে দাঁড়ানোও খুব জরুরি। আমি সবসময় মনে করি একজন কোচ অনেকটা শিক্ষকের মতো। মাঠে শুধু শট বা বোলিং শেখানো নয়, কীভাবে চাপ সামলাতে হয়, কীভাবে ব্যর্থতা মেনে নিতে হয়;এসবও শেখাতে হয়। তাই হয়তো ক্রিকেট না থাকলেও কোনও না কোনওভাবে তরুণদের সঙ্গে কাজই করতাম।

প্রশ্ন ৯: খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকদের জন্য কী বলতে চান?

অভিষেক ব্যানার্জি: আমি শুধু একটা কথাই বলব; এই ট্রফি যতটা আমাদের, ততটাই সমর্থকদের। পুরো মরশুমে যেভাবে ওরা পাশে থেকেছে, সেটা ভাষায় বোঝানো কঠিন। অনেক ম্যাচে দেখেছি গ্যালারিতে খুব বেশি লোক নেই, কিন্তু যারা এসেছে তারা শেষ বল পর্যন্ত চিৎকার করে গিয়েছে। ছেলেরা সেটা অনুভব করেছে। ফাইনালের পর যখন সমর্থকেরা মাঠে নেমে এসে প্রমদ, শুভঙ্কর বা আদিত্যদের সঙ্গে ছবি তুলছিল, তখন মনে হচ্ছিল আমরা সত্যিই মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটে আবেগ খুব বড় জিনিস। খিদিরপুরের সমর্থকেরা সেই আবেগটা বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি চাই আগামী দিনেও তারা একইভাবে আমাদের পাশে থাকুক। কারণ এই সম্পর্কটাই একটা ক্লাবকে বড় করে তোলে।

প্রশ্ন ১০: ভবিষ্যতে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে কোথায় দেখতে চান?

অভিষেক ব্যানার্জি: আমার স্বপ্ন খুব পরিষ্কার; খিদিরপুর শুধু একটা ভালো ক্লাব হয়ে থাকুক সেটা চাই না, আমি চাই এই ক্লাব তরুণ ক্রিকেটার তৈরির অন্যতম বড় জায়গা হয়ে উঠুক। এমন অনেক ছেলে আছে যাদের প্রতিভা আছে কিন্তু সুযোগ পায় না। আমি চাই খিদিরপুর সেই সুযোগটা দিক। এই মরশুমের সাফল্য আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমি ছেলেদের বলেছি এখানেই থেমে গেলে চলবে না। সামনে আরও বড় লক্ষ্য আছে। আদিত্য, শুভম, সন্দীপ বা ইরশাদের মতো ক্রিকেটারদের আমি আরও উঁচু স্তরে খেলতে দেখতে চাই। শুভঙ্করের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে। আর প্রমদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের থেকে জুনিয়াররা অনেক কিছু শিখছে। আমি বিশ্বাস করি, যদি এই দলটা একইভাবে একসঙ্গে থাকে, তাহলে আগামী কয়েক বছরে খিদিরপুর আরও বড় সাফল্য পাবে।

একটা ম্যাচ ছিল যেখানে আমরা খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম। টপ অর্ডার দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ার পর ড্রেসিংরুমে চাপ তৈরি হয়েছিল। আমি তখন ছেলেদের মুখ দেখছিলাম। সবাই চুপচাপ। কিন্তু ওই সময় সন্দীপ কুমার আর ইরশাদ আলম যেভাবে লড়াই করেছিল, সেটা দলকে বাঁচিয়ে দেয়। ওই পার্টনারশিপটা হয়তো স্কোরবোর্ডে খুব বড় ছিল না, কিন্তু মানসিকভাবে দলকে বদলে দিয়েছিল। তারপর থেকে ছেলেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে কঠিন পরিস্থিতি থেকেও ফেরা যায়। সত্যি বলতে চ্যাম্পিয়ন দলগুলো এমন ম্যাচ থেকেই তৈরি হয়। পরে যখন ট্রফি হাতে নিয়েছিলাম, তখন ওই ম্যাচটার কথাই বারবার মনে পড়ছিল।